হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৮ | অষ্টম বর্ষ | সপ্তম সংখ্যা।

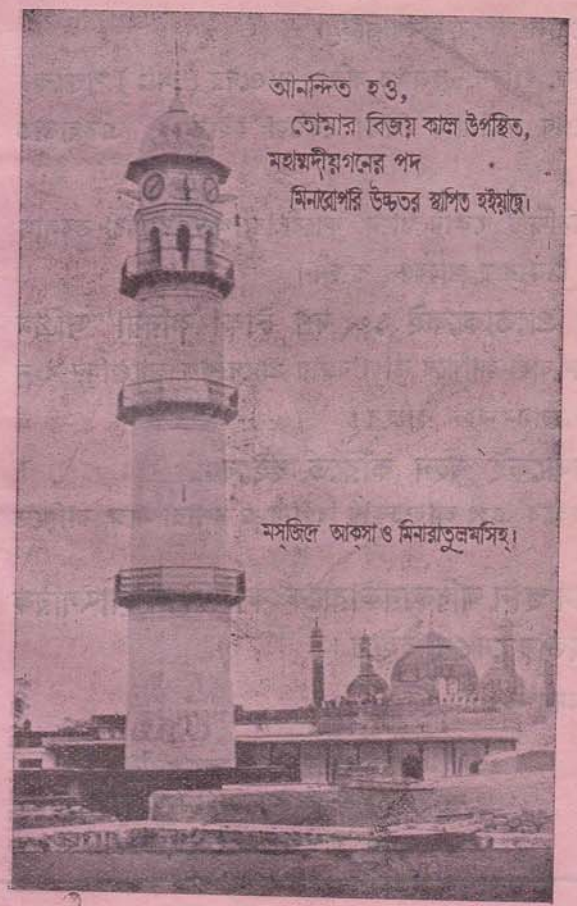

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে সেই বিজয় লাভ করিবে, এবং যে অমান্য করিবে সেই পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে, এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | মাসে দুইবার | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

দোয়া	১৭৩ পৃঃ	হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তাঁহার অনুসরণকারিগণের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য— দুনিয়াতে মহা পরিবর্ত্তন সাধন ও স্বর্গ স্থাপন	১৮৪—৯০ ,,
ইসলামের আহ্বান (কবিতা) ...	১৭৪ ,,	বিবিধ সংবাদ	১৯১ ,,
হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) অমৃতবাণী ...	১৭৫—৭৬ ,,	হজরত আমীরুল মোমেনীনের (আইঃ) আদেশ	১৯২ ,,
খোদাতা'লার 'আরশ' বা সিংহাসন ...	১৭৭—৮১ ,,		
খোদাতা'লার দর্শন লাভের উপায়—একীন, প্রার্থনা ও ধৈর্য্য	১৮২—৮৩ ,,		

আহ্‌মদীয়া ট্রেণিং কেম্প

১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার আমীর মহোদয়ের অনুমতিক্রমে এবার ঢাকায় দারুৎ তবলীগে আগামী মে ও জুন মাসে আহ্‌মদীয়া ট্রেণিং কেম্প খোলা হইবে, ইন্‌শাল্লাহ্।

(ক) প্রথম ছয় সপ্তাহ কাল কোরান শরীফ, হাদিস, হজরত মসিহ্ মাওদের (আঃ) পুস্তকের নির্দ্ধারিত অংশ বিশেষ এবং তবলীগী বিষয়ের বিশেষ বিশেষ দলিলাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত উর্দ্দু ও আরবীর প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইবে।

(খ) বাকী দুই সপ্তাহকাল প্রার্থিগণকে নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া তবলীগ কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রার্থিগণ অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

২। উক্ত ট্রেণিংএর সময়ের জন্য খোরাকী বাবদ **প্রত্যেককেই ১০৲ দশ টাকা করিয়া অগ্রিম দাখিল** করিতে হইবে। ইহা ছাড়া খোরাকী বাবত অতিরিক্ত যাহা লাগিবে তাহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন বহন করিবে। তবলীগ টুর বাবদ অতিরিক্ত খরচও প্রাদেশিক আঞ্জোমন বহন করিবে।

৩। **ঢাকায় যাতায়াত খরচ প্রত্যেক প্রার্থীকেই বহন করিতে হইবে।**

৪। প্রত্যেককেই ঢাকার আঞ্জোমনে থাকিতে হইবে এবং আবশ্যকীয় বিছানা ও মশারী সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৫। **উক্ত ট্রেণিংএর পরবর্ত্তী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারকারীকে কাদিয়ানে বাৎসরিক জলসায় যোগদান করিবার জন্য ১৫৲ পনর টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।**

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন।

জেনারেল সেক্রেটারী
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়া
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

আহ্‌মদী

অষ্টম বর্ষ } ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৮ { সপ্তম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

يأ يها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم * تؤمنون بالله ورسوله
وتجاهدون فى سبيل الله باموالكم وانفسكم ج ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون * يغفرلكم ذنوبكم
ويدخلكم جنت—الخ—

হে প্রভো! তুমি তোমার উপরোক্ত পবিত্র বাণীতে আমাদিগকে মহা 'আজাব' হইতে বাঁচিবার উপায়-স্বরূপ শিক্ষা দিয়াছ,—"আল্লাহ্‌তা'লা ও তাঁহার রসুলের প্রতি **ইমান আন এবং আল্লাহ্‌তা'লার পথে ধন এবং প্রাণ দিয়া 'জেহাদ (সংগ্রাম) কর।"** এই উপায়কে তুমি এক 'তেজারত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছ; ইহা অবলম্বন করিলে, তুমি বলিয়াছ, আমাদের যাবতীয় দোষ ত্রুটী তুমি সংশোধন করিয়া দিবে এবং আমাদিগকে 'জান্নাত' (পরম শান্তি, সুখ, আরাম ও আনন্দ) দান করিবে। এবং আরো বলিয়াছ, ঐশী-সাহায্য ও মহা-বিজয় লাভ হইবে।

প্রভো! তুমি তোমার উপরোক্ত বাণীতে মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়াছ এবং মোমেনদিগকেই 'আজাব-আলীম' (মহা-বিপদ, মহা-সঙ্কট, মহা-বিপ্লব) হইতে বাঁচিবার পথ শিক্ষা দিয়াছ এবং 'মোমেনদিগকেই' পুনর্ব্বার ইমান আনিবার কথা এবং জেহাদ করিবার কথা বলিয়াছ। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মোমেনদের জন্য এক মহাসঙ্কটের সময় আসিবে এবং তখন সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভের জন্য নূতন করিয়া ইমান আনয়ন ও 'জেহাদ' করিতে হইবে। অন্য কথায়, ইহা দ্বারা তুমি আখেরে-জমানার 'দজ্জালী ফেত্‌না' বা অধর্ম্মের প্রাবল্যের প্রতি এবং আখেরে-জমানার প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী-মসীহ্‌ বা কল্কি অবতারকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নেতৃত্বাধীনে ধন প্রাণ দিয়া ধর্ম্মের সেবা করিবার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছ।

প্রভো! তোমার মহা-অনুগ্রহে আমরা এই 'আখেরা-জমানা, এবং এই আখের-জমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে লাভ করিয়াছি এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীনে ধর্ম্ম ও সত্যের সংগ্রামে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

প্রভো! এখন তুমি আপন ফজলে আমাদের যাবতীয় দুর্ব্বলতা দূরীভূত কর ও দোষ ত্রুটি ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে আমাদের মহা-দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে সাহায্য কর ও এই সংগ্রামে বিজয়-মণ্ডিত কর। আমাদের 'আমল', আমাদের ব্যবহার, আমাদের চরিত্র, আমাদের কথাবার্ত্তা, আমাদের যাবতীয় বিষয় তোমার শরীয়তের শিক্ষানুযায়ী গড়িয়া তোল এবং সত্য প্রচারের ও অধর্ম্ম নাশের মহা-সংগ্রামে আমাদিগকে ধন প্রাণ যথা-সর্ব্বস্ব কোরবান করিবার তৌফিক দাও এবং আমাদের দ্বারা তোমার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মর্ত্ত্যে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত কর—আমীন।

ইসলামের আহ্বান

হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) কবিতা হইতে অনুদিত এবং কলিকাতা "দারুত-তবলীগ" উদ্বোধন উপলক্ষে পঠিত

(১)

ওরে অবোধ পালাস কোথা
ইসলাম মায়ের কোল হ'তে ?
হেথায় আছে দীপ্ত আলো
সত্য পাবি এই পথে ।
খোদার কছম বলছি তোরে,
যাহার সৃজন আমরা সবে
এই ত সেই খোদার 'দ্বীন'
আকাশ তলে এই ভবে ।
এই দুনিয়ার আর কোথাও
এমন মধুর নাইকো সুধা,
করহে পান বন্ধু আমার
হবে চিরঞ্জীব নাই কো বাধা ।
সত্যের আলো পড়লে হৃদে,
বরণ করে লও গো তারে,
পুণ্যবানের এই ত ধারা
সত্যের পথ কেবা ছাড়ে ?
শ্রেয় যাহা লও গো তারে,
মন্দ যাহা দাও হে ফেলে,
বুদ্ধিমানের এই ত চাল,
জ্ঞান বিবেক এই ত বলে ।
এই 'দ্বীনের' সেবা ক'রে
লভিবে তুমি 'আস্‌মানী তাজ'
ওগো সত্যের পিয়াসী,
"হোমার" ছায়ার এই ত কাজ ।

'মো'জেজার' বারি দানে
'দ্বীনকে' তাজা করছে বলে
ইসলামের ফুল বাগানে
প্রভাত বায়ু এমনি চলে ।
এই নেশানের মৃদুল দোলে,
ইসলাম সাজে ফুলে ফলে,
কে আছ পতিত কোন খানে,
আয় রে হেথা প্রাণ খুলে ।
তাই বলি গো বন্ধু আমার
খোয়াস্‌ নে তোর পরকাল,
করহ বরণ এই দ্বীনে,
দ্বীপ্ত সুধাকর মোর দীনে ।

(২)

দুনিয়া রওশন যার নুরে,
সেই ত 'পেশ্‌ওয়া হামারা',
যাঁর মধুর নাম মোহাম্মদ (সাঃ),
সেই ত আমার মন-চোরা ।
সকল নবী রসুল পাক,
'কো-ই ছোটা আর কো-ই বড়া'
কিন্তু ভাই আল্লার কিরে
'মোদের নবী সব ছে সেরা' ।
আজকে তিনি 'দ্বীনের' শাহ
আজকে তিনি নবীর 'তাজ'
ডাকে তাঁরে "তৈয়াব্‌" "আমীন"
এই তাঁর গুণ ধরার মাঝ ।

—হুস্‌সামুদ্দীন হায়দর

হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) অমৃতবাণী

(১)

'ইস্‌মে-আজম' বা মহামন্ত্র

৬ই ডিসেম্বর, ১৯০৬, তারিখে বলেন :—"অদ্য রাত্রিতে আমার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, খোদাতা'লার বাণী অবতীর্ণ না হইলে আমি ইহাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তই মনে করিতাম। এরূপ অবস্থায় আমার একটু তন্দ্রা আসিল। তখন আমি দেখি, আমি যেন, এক স্থানে আছি ; স্থানটি যেন একটি আবদ্ধ গলির ন্যায় ; তথায় তিনটি মহিষ। তন্মধ্যে একটি যেন আমার প্রতি অগ্রসর হইল, এবং আমি উহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলাম। অতঃপর আর একটি আসিল, উহাকেও তাড়াইয়া দিলাম। তৎপর তৃতীয়টি আসিল, এবং উহা এত বলিষ্ঠ বোধ হইতেছিল যে, আমি ভাবিলাম, ইহা হইতে আর নিস্তার নাই। তখন আমি খোদাতা'লার কুদরতের কথা ভাবিলাম। অতঃপর ইহা এক দিকে মুখ ফিরাইল। তখন সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়াই পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া আমি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। সে সময় মনে হইল, ইহাও আমার পিছে পিছে অনুসরণ করিবে। কিন্তু আমি আর মুখ ফিরাইয়া চাহিলাম না। এই সময়ে স্বপ্নাবস্থায় খোদাতা'লার তরফ হইতে আমার প্রতি নিম্নলিখিত দোয়াটি 'এল্‌কা' (অবতীর্ণ) করা হইল—

رب كل شيء خادمك رب فاحفظني
وانصرني وارحمني—

(অর্থাৎ, হে প্রভো ! সর্ব্ব বস্তুই তোমার দাস, তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর—সঃ আঃ) এবং আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা দান করা হইল যে, **ইহাই "ইস্‌মে-আজম" (মহামন্ত্র)** এবং যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করিবে, সে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবে। (তাজকেরা, ৪২ পৃঃ)।

(২)

খোদাতা'লার মহা-নাম—'আল্লাহ্‌' এবং মানবের মহা-নাম—'ধৈর্য্য'

নামাজ এক দোয়া ; ইহাতে খোদাতা'লার 'ইস্‌মে-আজম'—'আল্লাহ্‌' নামকে প্রাধান্য প্রদান করা হইয়াছে। তদ্রূপ মানবের 'ইস্‌মে-আজমের' অর্থ—মানবতার পূর্ণত্ব লাভের উপায়। আল্লাহ্‌তা'লা—اهدنا الصراط المستقيم—দোয়ায় ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন ; এবং অন্যত্র বলিয়াছেন—

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا ولا تحزنوا—

—অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার 'রবুবীয়ত' (সৃষ্টি ও প্রতি-পালন বাচক) গুণের ছায়াতলে আসিয়াছে এবং যাহাদের মানবতার বীজ তাহাদের 'ইস্‌মে-আজম'—অর্থাৎ, 'এস্তেকামাত' (ধৈর্য্য) গুণের ছায়াতলে প্রতিপালিত হইতেছে—তাহাদের মধ্যে এরূপ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় যে, তাহাদের প্রতি ফেরেস্তা অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদের কোন প্রকার ভয় ও দুঃখ থাকে না। (তক্‌রীর ও খত—২০ পঃ)।

(৩)

আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে আগত ইমাম ও খলিফার আবির্ভাব কখনো বন্ধ হইবার নয়

দীক্ষা গ্রহণকারিগণকে এই 'আকীদা' (ধর্ম্ম-মত) পোষণ করিতে হইবে যে, আঁ-হজরত (সাঃ) সত্য রসুল এবং কোরান শরীফ আল্লাহ্‌তা'লা কর্ত্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং যাবতীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের সার। এখন আর কোন নূতন শরীয়ত অবতীর্ণ হইতে পারে না এবং (হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) আনুগত্য ব্যতীত) অন্য কোন নূতন রসুলও আবির্ভূত হইতে পারেন না ; এবং 'অলি', (খোদাতা'লার বিশেষ নৈকট্য-প্রাপ্ত মানব), 'ইমাম' (ধর্ম্ম-নেতা), ও 'খলিফার' (আল্লাহ্‌র প্রতিনিধির) আবির্ভাবের পথ 'কেয়ামত' পর্য্যন্ত চির-উন্মুক্ত। দুনিয়াতে যে সকল মাহদী আবির্ভূত হইয়াছেন এবং হইবেন তাঁহাদের সংখ্যা কেবল আল্লাহ্‌জল্লশানুহ্‌ই অবগত আছেন। "ওহীয়ে রেসালত" বা শরীয়ত-মূলক ঐশীবাণী বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু 'অলি', 'ইমাম' ও 'খলিফার' আবির্ভাব কখনো শেষ হইবে না ; 'আয়েম্মায়ে-রাশেদীন' (আল্লাহ্‌র হেদায়ত-প্রাপ্ত ইমামগণ) এবং 'খোলাফায়ে-রাব্বানীয়ীনের' (আল্লাহ্‌র নিয়োজিত খলিফাগণের) আগমন কখনো বন্ধ হইবে না। অতীতের মহাপুরুষগণের মধ্যে রসুল করীম (সাঃ) ভিন্ন অন্য কাহাকেও

সর্ব্বাঙ্গীন 'ফাজায়েল' (উৎকর্ষতা) ও 'কামালাত' বা পূর্ণতায় অতুলনীয় বলা যায় না; এবং মানব-জাতির সেবা-কার্য্যে তিনি অপেক্ষা উত্তম কোন পূর্ণ-মানব ভবিষ্যতেও সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নয়। 'জুজ্‌য়ী ফজিলত' বা আংশিক উৎকর্ষতার দিক দিয়া কেহ কেহ হয়ত অতুলনীয় হইতে পারে—যেমন, সাহাবা ও 'আহলে বয়ত' (রাঃ)—অর্থাৎ, নবী করীমের (সাঃ) সহচর ও পরিজনবর্গের এই 'ফজিলত' ছিল যে, তাঁহারা রসুল করীমের (সাঃ) জমানা পাইয়াছিলেন এবং আঁ-হজরত যখন (সাঃ) সহায়হীন অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁহারা এরূপ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, নিজ রক্ত জলের ন্যায় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, আঁ-হজরতের (সাঃ) 'মোবারক' (শুভাশীষ-যুক্ত) চেহারা দর্শন করিয়াই প্রেমিকের জীবন যাপন করেন, এবং ইসলামের প্রতি প্রথম প্রথম যে সকল আক্রমণ হয় তখন প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়া তাঁহারা তাহা রোধ করেন এবং ইসলামকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইসলামের শিক্ষা জগতে বিস্তার করেন এবং 'কুফরের' (অধর্ম্মের) শক্তি বিধ্বস্ত করেন এবং কোরান শরীফকে 'দেয়ানত' (সাধুতা) ও 'আমানতের' (বিশ্বস্ততার) সহিত সংগৃহীত করিয়া সমস্ত দেশে প্রচারিত করেন এবং স্বীয় রক্তদ্বারা ইসলামের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ দান করিয়া এই নশ্বর জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহাদের এই 'ফজিলত' (শ্রেষ্ঠতা) পরবর্ত্তী লোকগণ পাইতে পারে না—

وذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء —

কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় 'কামাল' (উৎকর্ষতা) লাভ করিবার দ্বার উন্মুক্ত আছে। খোদাতা'লার 'মকবুল' এবং অতি উচ্চ স্তরের প্রিয় বান্দা এবং 'ইমামুল-ওয়াক্ত' (যুগাবতার) ও 'খলিফাতুল্লাহ-ফিল-আরদ্' (মর্ত্তে খোদাতালার প্রতিনিধি) বর্ত্তমানেও সেইরূপেই আবির্ভূত হন যেমন পূর্ব্বে হইতেন, এবং এখনো খোদাতা'লার আশীষ ও অনুগ্রহের পথ উন্মুক্ত আছে যেরূপ পূর্ব্বে ছিল। **'নবুওয়ত' এবং 'রেসালত'ও জিল্লি (প্রতিচ্ছায়া) রূপে লাভ করা যায়।** 'সালেকের' (আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীর) ক্ষমতানুযায়ী তদুপরি 'নুরের' (আলোর) ছটা পতিত হইবে, কিন্তু যাহারা ইমাম, খলিফা ও সিদ্দীকের পদ পূর্ব্ববর্ত্তী ইমামগণের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে তাহাদের নিকট এখন মৃত ইসলাম মাত্র রহিয়াছে; অথবা বলিতে পার যে, তাহাদের হস্তে ইসলামের এক প্রাণহীন ছবি মাত্র। (বদর, ১৪ই জুন, ১৯০৬)।

(৪)

বক্র-যুগ

খোদাতা'লা ও তাঁহার রসুল—যাঁহাদের জ্ঞানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই—মধ্যবর্ত্তী যুগকে, অর্থাৎ আঁ-হজরতের (সাঃ) জমানার পরবর্ত্তী এবং মসিহ্ মাওউদের (আঃ) জমানার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগকে—'ফয়েজ-আওজের জমানা'—অর্থাৎ বক্র প্রকৃতি লোকের যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই যুগে মঙ্গল অতি বিরল। এই বক্র-যুগ সম্বন্ধেই আঁ-হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন—

لیسوا منی ولست منی

—অর্থাৎ, "এই সকল লোক আমা হইতে নহে, এবং আমিও এই সকল লোক হইতে নহি,—অর্থাৎ, ইহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।" এই যুগেই সহস্র সহস্র 'বেদাত' (অভিনব অবৈধকার্য্য), অগণিত অপবিত্র প্রথা, খোদাতা'লার স্বরূপ, গুণাবলী ও কার্য্যে প্রত্যেক প্রকারের 'শের্‌ক্' (সমকক্ষতা, বা সামঞ্জস্য-আরোপ) এবং বহু অপবিত্র ধর্ম্ম—যাহাদের সংখ্যা তেয়াত্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে—গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং যে ইসলাম স্বর্গীয় জীবনের নমুনা নিয়া আসিয়াছিল সেই ইসলাম এক বিষ্ঠাময় ভূমির ন্যায় আবর্জ্জনাপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ... ...

এই যুগ সম্বন্ধে আঁ-হজরত (সাঃ) বলিয়াছেন, তখন পৃথিবী অত্যাচার ও অন্যায়ে ভরিয়া যাইবে। কিন্তু মসিহ্ মাওউদের (আঃ) যুগ এরূপ এক 'মোবারক' (আশী-যুক্ত) যুগ যে, খোদাতা'লার অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় ইহা মানবকে পুনরায় সাহাবিগণের (রাঃ) রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া তুলিবে এবং তখন আকাশ হইতে এমন এক সমীরণ প্রবাহিত হইবে যাহার ফলে মোসলমানদের এই তেয়াত্তর 'ফেরকা' (সম্প্রদায়) —যাহার মাত্র একটি ব্যতীত অবশিষ্ট সবই ইসলামের শত্রু এবং এই পবিত্র উৎসের চূর্ণীমকারী,—স্বতঃই খর্ব্ব হইতে থাকিবে এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিরোধী এরূপ যাবতীয় 'ফেরকাই' ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে এবং মাত্র **একই 'ফেরক' রহিয়া যাইবে, যাহা সাহাবিগণের (রাঃ) রঙ্গে রঙ্গীন হইবে।**

খোদাতা'লার 'আরশ' বা সিংহাসন *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

খোদাতা'লা দুর্ব্বল মানবকে তাঁহার 'কামেল মারফত' বা পূর্ণ পরিচয় সম্বন্ধে অবগত করিবার জন্য তাঁহার গুনাবলী কোরান শরীফে দুই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

(১) প্রথমতঃ এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যদ্বারা তাঁহার গুণাবলী রূপকভাবে সৃষ্টির গুণাবলীর অনুরূপ বলিয়া প্রকাশ পায়। যেমন, তিনি 'করীম', 'রহীম', 'মোহ্সেন',—অর্থাৎ অতীব দয়াবান ও দাতা। তাঁহার ক্রোধও আছে এবং তাঁহার মধ্যে প্রেমও আছে। তাঁহার হস্ত, চক্ষু, পা এবং কানও আছে। তারপর, আবাহমান কাল হইতে, অনন্ত-ব্যাপী সৃষ্টি তাঁহার সহিত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন বস্তুরই তাঁহার তুলনায়, ব্যক্তিগত চিরত্ব (قد امت شخصی) নাই, অবশ্য জাতিগত চিরত্ব (قد امت نوعی) আছে এবং তাহাও খোদাতা'লার 'খালাক' বা সৃষ্টিকরণ-বাচক গুণের জন্য কোন অপরিহার্য্য বিষয় নয়। কারণ, 'খালাক' বা সৃষ্টি করা যেমন তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম, সেইরূপ কখনো, কোন সময় একত্বের ('ওয়াহ্দাৎ তাজররুদের') জ্যোতিঃ বা 'তজল্লী' প্রকাশ করাও তাঁহার গুণাবলীর অন্তর্গত এবং কোন গুণের পক্ষে 'চির-নিষ্ক্রিয়তা' (تعطل د ائمی) † সিদ্ধ নয়; অবশ্য, 'সাময়িক-নিষ্ক্রিয়তা' (تعطل مبعا دی) †† সিদ্ধ আছে।

বস্তুতঃ, খোদাতা'লা মানব সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা তাঁহার সেই সকল 'তাশবিহী' বা সামঞ্জস্যমূলক গুণাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, যে সকল গুণাবলীর সহিত বাহ্যতঃ মানবের যোগ আছে। যেমন, 'খালেক' (স্রষ্টা) হওয়া। কারণ, মানবও তাহার গণ্ডী বা সীমার অভ্যন্তরে কোন কোন বস্তুর 'খালেক' বা আবিষ্কারক ও নির্ম্মাতা। সেইরূপ, মানবকে 'করীম'ও বলা যায়। কারণ, সে তাহার সীমার মধ্যে 'করম' বা অনুগ্রহজনিত দানবাচক গুণও ধারণ করে। সেইরূপ, মানবকে 'রহীম'ও বলা যায়। কারণ, সে তাহার সীমার অভ্যন্তরে দয়া গুণ ধারণ করে। ক্রোধজনক বৃত্তিও তাহার মধ্যে আছে। সেইরূপ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সকলই মানব মধ্যে আছে। সুতরাং এই সকল 'তাশবিহী' গুণাবলী দ্বারা কাহারো মনে এইরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হইতে পারিত যে, মানুষ যেন এই সকল গুণাবলীতে খোদাতা'লার অনুরূপ এবং খোদাতা'লা মানুষের অনুরূপ। এই নিমিত্ত খোদাতা'লা এই সকল গুনাবলীর মোকাবিলায় কোরান শরীফে তাঁহার 'তান্জিহী' গুণাবলীরও উল্লেখ করিয়াছেন; অর্থাৎ, এরূপ গুণাবলীরও উল্লেখ করিছেন, যদ্বারা নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, খোদাতা'লার সত্বা ও গুণাবলীতে মানুষের সহিত তাঁহার কোনই যোগ নাই এবং মানুষেরও তাঁহার সহিত কোন যোগ নাই। তাঁহার 'খাল্ক' বা সৃষ্টি করণও মানবের সৃষ্টি করণ বা 'খাল্কের' অনুরূপ নয় এবং তাহার প্রেমও মানবের প্রেমের ন্যায় নয় এবং মানবের ন্যায় কোন স্থানের প্রয়োজন নাই।

এই আলোচনা—অর্থাৎ, খোদাতা'লা তাঁহার গুণাবলীতে মানুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হওয়া—কোরান শরীফের কতকগুলি আয়েতেই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, একটি আয়েত আছে,—

ليس كامثله شئ ط وهو السميع العليم

—অর্থাৎ, "কোন বস্তুই সত্বা ও গুণে খোদাতা'লার অংশী বা 'শরীক' নয়; এবং তিনি শ্রবণ করেন ও দেখেন।" তারপর, এক স্থানে বলা হইয়াছে :—

الله لا اله الا هو ط الحى القيوم ج لا تاء خذه سنة ولا نوم ط له ما فى السموت وما فى الارض ط من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ط يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ج ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء ط وسع كرسيه السموت والارض ط ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ط

—অর্থাৎ, "প্রকৃত অস্তিত্ব, প্রকৃত জীবন (بقا) ও প্রকৃত সর্ব্ব-গুণাবলী খোদার বৈশিষ্ট। কেহ তাহাতে তাঁহার অংশী নয়। তিনিই সত্বা হিসাবে জীবিত এবং অন্য সকলই তাঁহার দ্বারা জীবিত। তিনিই তাঁর সত্বায় স্বয়ং স্থিত এবং অন্য সর্ব্ব বস্তুর স্থিতি তাঁহার সাহায্যে বিদ্যমান। তাঁহার যেমন মৃত্যু নাই, সেইরূপ সামান্য রকম চৈতন্যহীনতা—যেমন নিদ্রা ও তন্দ্রা—

* হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) গ্রন্থ হইতে মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার সাহেবক র্তৃক অনুদিত—সঃ আঃ।
† চির অবসর গ্রহণ। †† সাময়িক অবসর গ্রহণ।

তাহাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু অন্যান্যের যেমন মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তেমনই তন্দ্রাও হয়। যাহা কিছু তোমরা ভূপৃষ্ঠে কিম্বা আকাশে দেখিতে পাও, তৎ-সমুদয়ই তাঁহার এবং তিনি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ও বিদ্যমান আছে। কে আছে যে, তাঁহার আদেশ ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ (শাফাত) করিতে পারে? তিনি জানেন, যাহা মানবের সম্মুখে আছে এবং যাহা মানবের পশ্চাতে রহিয়াছে—অর্থাৎ, তাঁহার জ্ঞান উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্ব্ব-বিষয়-ব্যাপী। কেহ তাঁহার জ্ঞানের কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে না, কিন্তু যতদূর তিনি চান, ততদূরই জানিতে পারে। তাঁহার শক্তি ও জ্ঞান সমগ্র গগণ ভুবন পরিবৃত। **তিনি সকলই উত্তোলন (ধারণ) করিতেছেন; এমন নয় যে, কোন বস্তু তাঁহাকে ধারণ করিতেছে।** তিনি আকাশ ও ভুবন এবং তদস্থ যাবতীয় বস্তু ধারণ করিতে ক্লান্তি বোধ করেন না। কোন দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা তাঁহার প্রতি আরোপিত হওয়ার তিনি উপরে, উর্দ্ধে।"

তারপর, একস্থানে বলেন—

ان ربکم الله الـذی خلق السموت والارض
فی ستة ایام ثم استوی علی العرش ط

—অর্থাৎ, 'তোমাদের প্রতিপালক হইতেছেন সেই খোদা, যিনি গগণ ভুবন ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর 'আরশ' বা সিংহাসনে স্থির হন।'—অর্থাৎ, তিনি গগণ ভুবন এবং তন্মধ্যস্থিত সর্ব্ব বস্তু সৃষ্টি করিবার ও **'তাশবিহী'** বা সামঞ্জস্য-মূলক গুণাবলী প্রকাশ করিবার পর আবার **'তান্‌জিহী'** বা পরাৎপর-মূলক গুণাবলী সপ্রমান করিবার জন্য 'তানাজ্‌জুহ্‌ ও তাজার্‌রেদ্‌' বাচক পদ বা সর্ব্ব-পবিত্রতা ও একত্বের প্রতি লক্ষ্য করেন। ইহা পরাৎপর ('ওরা-ওল্‌-ওরা') বাচক পদ, সৃষ্টির নৈকট্য হইতে দূরে। উহাই সর্ব্বোচ্চ পদ (মকাম) যাহা **'আরশ'** নামে অভিহিত।

বিশদভাবে বলিতে গেলে বিষয়টি এই:—

প্রথমে সমস্ত সৃষ্টি অনস্তিত্বের গর্ভে ছিল এবং খোদাতা'লা 'ওরা-ওল্‌-ওরা' বা পরাৎপর মার্গে (মোকামে) তাঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছিলেন, যাহার নাম **'আরশ'**; অর্থাৎ, সেই মার্গ যাহা সর্ব্বলোকের উর্দ্ধে ও সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। তাঁহারই প্রকাশ ও জ্যোতিঃ ছিল। তাঁহার সত্ত্বা ভিন্ন কিছুই ছিল না। তারপর, তিনি স্বর্গ ও ভুবন এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি প্রকাশ প্রাপ্ত হইলে তিনি আবার আপনাকে অন্তর্হিত করেন এবং তিনি চাহেন, যেন তিনি তাঁহার সৃষ্টি দ্বারা পরিচিত হন। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চিরভাবে ঐশীগুণাবলী ('সিফাতে এলাহিয়া') কখনো কর্ম্ম-বিরত থাকে না। খোদাতা'লা ব্যতীত কোন বস্তুর **ব্যক্তিগত চিরত্ব ও প্রাচীনত্ব (قد امت نوعی) নাই।** **খোদাতা'লার কোন গুণ বা সিফতের চির-কর্ম্ম-বিরতি** (১) **নাই,** কিন্তু 'সাময়িক কর্ম্ম-বিরতি' (২) অপরিহার্য্য। **'সৃষ্টি-মূলক** গুণ (৩) ও **'প্রলয়-মূলক** গুণ (৪) পরস্পর বিরোধী। এ নিমিত্ত যখন প্রলয়-মূলক গুণের একটি 'পূর্ণ যুগ-চক্র' (৫) আসে, তখন সৃষ্টি-মূলক গুণ একটি কাল পর্য্যন্ত কার্য্য করে না।

বস্তুতঃ, প্রথমতঃ খোদাতা'লার 'ওয়াহ্‌দাৎ' বা **একত্ব-ব্যঞ্জক 'যুগচক্র' ছিল।** ইহা কত বার প্রকাশ পাইয়াছিল আমরা বলিতে পারি না। ইহা চির ও অনন্ত। যাহা হওক, 'ওয়াহ্‌দাৎ' বা একত্ব-ব্যঞ্জক গুণের 'ক্রিয়া-চক্র' অন্যান্য গুণাবলীর উপর **'কালাগ্রেয়ত্তা' ('তাকাদ্দুমে-জমানী')** সম্পন্ন।

এই নিমিত্ত বলা হয় যে, প্রথমে খোদাতা'লা **একাকী** ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কেহই ছিল না। তারপর, খোদাতা'লা 'জমিন-আসমান' ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেন। সেই সম্বন্ধের দরুণই তিনি তাঁহার গুণাবলী প্রকাশ করিয়াছেন; অর্থাৎ, তিনি 'করীম', 'রহীম' 'গফুর',' তাওবা কবুলকারী'। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্মে জেদ করে এবং প্রত্যাবর্ত্তন করে না, তাহাকে তিনি শাস্তি প্রদান না করিয়া ছাড়েন না। তারপর, তিনি তাঁহার এই গুণও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি তাওবাকারীদিগকে প্রেম করেন। তাঁহার 'গজব' বা ক্রোধ শুধু তাহাদের জন্য প্রজ্জলিত হয়, যাহারা অত্যাচার, অনাচার ও পাপ হইতে কখনো প্রত্যাবর্ত্তন করে না। তিনি তাঁহার গ্রন্থে এই গুণও বলিয়াছেন যে, তিনি দেখেন, শোনেন, প্রেম করেন, ক্রোধান্বিত হন। তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু কর্ণেরও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইহাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার দেখা মানুষের দেখার ন্যায় নহে, তাঁহার শোনা মানুষের শোনার ন্যায় নহে, তাঁহার প্রেম করা মানব প্রেমের ন্যায় নহে, তাঁহার ক্রোধ মানবের ক্রোধের ন্যায় নহে এবং তাঁহার হস্ত,

---

(১) تعطل دائمی ; (২) تعطل میعادی ; (৩) صفت ایجادی ; (৪) صفت افنا ; (৫) دور ;

পদ, চক্ষু, কর্ণ, সৃষ্টির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা ইন্দ্রিয় সমূহের ন্যায় নহে—বরং তিনি সকল বিষয়ে অনুপম, অনুপমেয়, 'বেমেসিল'। তিনি বারম্বার পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই সমুদয় তাবৎ গুনাবলী তাঁহার সত্তার উপযোগী—মানবীয় গুণাবলীর ন্যায় নহে। তাঁহার চক্ষু প্রভৃতি শরীর কিম্বা শরীরী নহে এবং তাঁহার কোন গুণেরই মানবের কোন গুণের সহিত সামঞ্জস্য নাই।

দৃষ্টান্তস্থলে, মানুষ ক্রোধের সময় প্রথমতঃ ক্রোধ-জনিত কষ্ট স্বয়ং ভোগ করে। উত্তেজনার ও ক্রোধের সময় তৎক্ষণাৎ তাহার সুখানুভূতি দূরীভূত হইয়া এক প্রকার জ্বালা তাহার চিত্তে উদ্ভূত হয়, এক প্রকার উন্মাদ-সুলভ পদার্থ তাহার মস্তিষ্কে আরোহণ করে এবং তাহার অবস্থা একরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করে। কিন্তু খোদাতা'লা এই সকল পরিবর্ত্তনসমূহ হইতে পবিত্র। তাঁহার 'গজব' বা ক্রোধের অর্থ এই যে, তিনি সেই ব্যক্তি হইতে তাঁহার সাহায্যের ছায়া উঠাইয়া নেন, যে ব্যক্তি অন্যায় হইতে বিরত হয় না। তিনি তাঁহার চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী এইরূপ ব্যক্তির সহিত এরূপ ব্যবহার করেন, যেমন কোন ক্রোধান্বিত ব্যক্তি করিয়া থাকে। সুতরাং, **রূপক ভাবে** তাঁহার সেই ব্যবহার ক্রোধ বলিয়া অভিহিত হয়।

সেইরূপ, তাঁহার প্রেম মানব প্রেমের ন্যায় নহে। কারণ, প্রেমের আবেগেও মানুষ কষ্ট পায় এবং প্রেমাস্পদের পৃথক হওয়াতেও তাহার প্রাণে দুঃখ হয়। কিন্তু খোদাতা'লা এই সকল দুঃখ কষ্ট হইতে পবিত্র।

সেইরূপ, তাঁহার নৈকট্যও মানবের নৈকট্যের ন্যায় নহে। কারণ, মানুষ যখন কাহারো নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব স্থান পরিহার করে। কিন্তু তিনি নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও দূরে থাকেন এবং দূরে থাকা সত্ত্বেও নিকটে আছেন।

বস্তুতঃ, খোদাতা'লার প্রত্যেক গুণ মানবের গুণ হইতে সতন্ত্র। **শুধু শাব্দিক ঐক্য বিদ্যমান, তদপেক্ষা অধিক নয়।** এই নিমিত্ত খোদাতা'লা কোরান শরীফে বলেন,

ليس كمثله شئ

—অর্থাৎ, "কোন বস্তু সত্তায় কিম্বা গুণে খোদাতা'লার সমকক্ষ নয়।"

এখন, বিচারক্ষম পাঠকগণ অবহিত হওন যে, এই অর্থের প্রতিই এই আয়েত ইঙ্গিত করে :—

الله الذى خلق السموت والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش —

—অর্থাৎ, "তিনিই খোদা, যিনি সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করিবার পর আবার তাঁহার 'ওরা-ওল্-ওরা' বা পরাৎপর 'মকামের' প্রতি লক্ষ্য করেন * এবং 'আরশের' (সিংহাসনের) উপর স্থির হন।" আমি পূর্ব্বেও লিখিয়াছি যে, কোরান শরীফে 'আরশ' দ্বারা সেই 'মকাম' বুঝায়, যাহা 'তাশ্‌বিহী' বা সামঞ্জস্য-মূলক পদের উর্দ্ধে ও সর্ব্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ, গোপন হইতেও গোপন, সর্ব্ব-পবিত্র ও সর্ব্ব ত্রুটিহীন পদ। তাহা এমন কোন স্থান নয় যে, প্রস্তর, ইষ্টক, কিম্বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত এবং খোদাতা'লা উহার উপর উপবিষ্ট। এই নিমিত্ত 'আরশকে' **'গয়র-মখ্‌লুক'** বা অসৃষ্ট বলা হয়।

খোদাতা'লা যেমন একথা বলিয়াছেন যে, তিনি কখন কখন মোমেনের অন্তরে তাঁহার **'তজল্লি'** বা জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, সেইরূপ তিনি বলেন যে, আরশের উপর তাঁহার **'তজল্লি'** বা জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। তিনি পরিষ্কার বলেন যে, সর্ব্ব-বস্তুই তিনি ধারণ (উত্তোলন) করিতেছেন। কোথাও একথা বলেন নাই যে, কোন বস্তু তাঁহাকেও ধারণ (উত্তোলন) করিতেছি। সর্ব্ব-লোক অপেক্ষা উন্নত মকাম 'আরশ'; ইহা তাঁহার তান্‌জিহী' বা **'সর্ব্ব-পবিত্রতাময় গুণের** প্রতীক বা 'মজহার'।

আমি বারম্বার লিখিয়াছি যে, অনাদি, অনন্ত কাল হইতে খোদাতা'লার মধ্যে দুইটি গুণ আছে। একটি গুণ হইতেছে 'তাশ্‌বিহী', অন্য গুণটি 'তান্‌জিহী'। খোদার কালামে (১) 'তাশ্‌বিহী' গুণ, ও (২) 'তান্‌জিহী' গুণ এই উভয় গুণেরই উল্লেখ করা জরুরী ছিল। এই নিমিত্ত খোদাতা'লা তাশ্‌বিহী গুণাবলী প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার হস্ত, চক্ষু, প্রেম, ক্রোধ প্রভৃতি গুণাবলী কোরান শরীফে বর্ণনা করিবার পর সামঞ্জস্যের সম্ভবনা হওয়ায় কোন কোন স্থানে ليس كمثله شئ (তাঁহার ন্যায় কোন বস্তুই নহে) এবং কোন কোন স্থানে ثم استوى على

* আমি কয়েক বার লিখিয়াছি যে, এই আয়েতের অর্থ এই যে— খোদাতা'লা তাঁহার "তাশ্‌বিহী' বা সামঞ্জস্য-মূলক গুণাবলী প্রকাশ করিবার পর আবার সেই 'মকামের' প্রতি লক্ষ্য করেন, যাহা হইতেছে অনুপম, অনুপমেয়—'বেমেসেল ও বেমানেন্দ—অবস্থা, যাহা ধর্ম্মের পরিভাষায় 'আরশ' নামে অভিহিত। ইহা তাবৎ সৃষ্টির বাহিরে, কল্পনাতীত অবস্থা। আরশ কোন সৃষ্ট বস্তু নয়, বরং শুধু 'ওরা-ওল-ওরা' পরাৎপর মকামের নাম আরশ, যাহার সহিত সৃষ্টির কোন সামঞ্জস্য বা ঐক্য নাই।

العرش। (অতঃপর তিনি সিংহাসনে স্থির হইলেন) বলিয়াছেন। একাদশ পারা সুরাহ্ রা'দেও এই আয়েত আছে :—

الله الذى رفع السموت بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش —

—অর্থাৎ, "তোমাদের খোদা সেই খোদা, যিনি আকাশ-মণ্ডলকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে উচ্চ করিয়াছেন, যেমন তোমরা দেখিতেছ। অতঃপর, তিনি আরশের উপর স্থির হইয়াছেন।"

এই আয়েতের 'জাহেরী' (শব্দিক) অর্থের দিক দিয়া এস্থলে সন্দেহ উপস্থিত হয়। খোদাতা'লা কি পূর্ব্বে আরশের উপর স্থির ছিলেন না? ইহার উত্তর শুধু এই—'আরশ' কোন শরীরী বা ভৌতিক বস্তু নয়। **ইহা 'ওরা-ওল্-ওরা' বা পরাৎপর** (beyond the beyond) **হওয়ার একটি অবস্থা। ইহা আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণ।**

সুতরাং, যখন খোদাতা'লা জমিন আস্‌মান ও প্রত্যেক বস্তু যাহা আছে, তাহা সৃষ্টি করিলেন এবং 'জিল্লি' বা প্রতিবিম্বাকারে তাঁহার 'নুর' বা জ্যোতিঃ দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রকে জ্যোতিঃ প্রদান করিলেন এবং মানবকেও রূপকভাবে তাঁহার আকৃতিতে সৃষ্টি করিলেন ও তাঁহার মহৎ গুণাবলী ('আখলাক-করীমা') মানব মধ্যে ফুৎকার করিলেন—তখন এভাবে খোদাতা'লা নিজের জন্য এক প্রকার 'তশ্‌বিহ্' বা অনুরূপাকৃতি স্থাপন করিলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রকার তশ্‌বিহ্ বা সামঞ্জস্য হইতে 'পাক' পবিত্র বলিয়া 'আরশের' উপর স্থির হওয়া দ্বারা তাঁহার 'তানাজ্‌জুহ্' বা সর্ব্ব-পবিত্রতার উল্লেখ করিয়াছেন।

সারকথা, তিনি সব কিছু সৃষ্টি করিয়াও সৃষ্টির সহিত এক বা যথার্থ সৃষ্টি নহেন, বরং তিনি সকল হইতে পৃথক, দূর হইতে দূর, পরাৎপর, 'ওরা-ওল্-ওরা' অবস্থায় আছেন।

ষোড়শ পারা, সুরাহ্ 'তা-হা'য় এই অয়েতটি আছে :—

الرحمن على العرش استوى

—অর্থাৎ, "খোদা হইতেছেন 'রাহ্‌মান' (যাচ্ঞা ব্যতীত দাতা)। তিনিআরশের উপর স্থির হইলেন।"

এই স্থির হওয়া অর্থ—যদিও তিনি মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আপনার বহু পরিমাণ নৈকট্য প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু এই তাবৎ জ্যোতিঃ সাময়িক (مختص الزمان) বটে; অর্থাৎ তাঁহার সামঞ্জস্য-মূলক সকল জ্যোতিঃ কোন বিশেষ সময়ে প্রকাশিত হয়, যাহা প্রথমে থাকে না। কিন্তু অনাদি ভাবে খোদাতা'লার 'থাকিবার স্থান' (করার-গাহ্) 'আরশ'। ইহা 'তানজিহ্' বা সর্ব্বপবিত্রতা-মূলক অবস্থা); কারণ, নশ্বর বস্তুসকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা যে সামঞ্জস্যমূলক অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহা খোদাতা'লার অবস্থান-ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। কারণ তাহা লয়শীল। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাহা লয়ের সম্মুখে থাকে। খোদাতা'লার অবস্থান-ক্ষেত্র সেই মকামের নামান্তর বটে, যাহা লয় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। সেই মকাম বা অবস্থাই 'আরশ'।

(২) এস্থলে আরো একটি আপত্তি বিরুদ্ধবাদিগণ উপস্থিত করিয়া থাকে। সেই আয়েতটি এই যে, কোরান শরীফের কোন কোন স্থান হইতে জানা যায় যে, কেয়ামতের সময় 'আরশ' ৮ জন ফেরেস্তা ধারণ করিবে। ইহা হইতে ইঙ্গিত ক্রমে জানা যায় যে, পৃথিবীতে ৪ জন ফেরেস্তা 'আরশ' ধারণ করিতেছেন। এখন, এস্থলে এই প্রশ্ন হয় যে, কেহ তাঁহার সিংহাসন ধারণ করিবে, খোদাতা'লা ইহা হইতে পবিত্র ও অত্যুর্দ্ধে।

ইহার উত্তর এই যে,—এখনই তোমরা শুনিয়াছ যে, 'আরশ' কোন শরীরী বা ভৌতিক বস্তু নয়, যাহা ধারণ করা যাইতে পারে, বা যাহা ধারণ করিবার উপযোগী। 'তাকাদ্দুস্' ও 'তানাজ্‌জুহ্' বা সর্ব্ব-পবিত্রতাময় মকামের নাম 'আরশ'। এই নিমিত্ত ইহাকে **'গয়র-মখ্‌লুক', অসৃষ্ট** বলা হয়। নতুবা কোন ভৌতিক, শরীরী বস্তু খোদাতা'লার **'খালেকিয়ত'** বা সৃষ্টি-বাচক গুণের বহির্ভূত কিরূপে হইতে পারে? **'আরশ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা সকলই রূপক উক্তি।**

সুতরাং, ইহাই একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, এরূপ আপত্তি উত্থাপন করা শুধু নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র।

এখন আমি 'ফেরেস্তাগণ ধারণ করিবার' প্রকৃত তত্ত্ব পাঠকগণকে বলিতেছি। তাহা এই যে, খোদাতা'লা তাঁহার 'তানজ্‌জুহ্' বা সর্ব্ব-পবিত্রতাময় মকামে—অর্থাৎ, সেই অবস্থায়, যখন তাঁহার 'তানাজ্‌জুহ্' বা সর্ব্ব-পবিত্রতাময় গুণ তাঁহার সর্ব্ব গুনাবলীর অবয়ব আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাকে 'ওরা-ওল-ওরা', 'নেহাঁ-দর-নেহাঁ', পরাৎপর ও গুপ্তাতীত-গুপ্ত করিয়া ফেলে, যে অবস্থা বা মকামের নাম কোরান শরীফের পারিভাষানুসারে **'আরশ'**—মানব-বুদ্ধির বহির্ভূত হইয়া পড়েন, তাঁহাকে জানিবার কোন শক্তি বুদ্ধির আর থাকে না। তখন তাঁহার **চারিগুণ,** যাহাদিগকে চারি ফেরেস্তা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যাহা

জগতে প্রকাশিত হইয়াছে—তাঁহার গুপ্ত অস্তিত্ব প্রকাশ করে। *

(১) প্রথম, 'রবুবীয়ত', যাহা দ্বারা তিনি মানবের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতা আনয়ন করেন। শরীর ও আত্মার প্রকাশ 'রবুবীয়তের' দরুণই হইয়াছে। সেইরূপ, খোদাতা'লার কালাম 'নাজেল' হওয়া (বাক্যের অবতরণ) এবং উহার অলৌকিক চিহ্নের প্রকাশ 'রবুবীয়তের' ক্রিয়া বটে।

(২) দ্বিতীয়, খোদাতা'লার যে 'রহ্‌মানীয়ত' প্রকাশ লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ যাহা কিছু তিনি কর্ম্মফল ব্যতিরেকে অগণিত সম্পদ স্বরূপ মানবের জন্য সরবরাহ করিয়াছেন—এই গুণও তাঁহার গুপ্ত অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

(৩) তৃতীয়, খোদাতা'লার 'রহীমীয়ত'। তাহা এই যে, সৎকার্য্যশীল ব্যক্তিদিগেকে প্রথমতঃ 'রহ্‌মানীয়ত' গুণের তাকিদ বশতঃ 'নেক' কাজ করিবার সামর্থ্য দেন এবং পরে 'রহীমীয়ত' গুণের স্বাভাবিক তাড়না বশতঃ 'নেক' কার্য্য তাহাদের দ্বারা প্রকাশ করেন এবং এইভাবে তাহাদিগকে বিপদাবলী হইতে রক্ষা করেন। এই গুণও তাঁহার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

(৪) চতুর্থ, 'মালেকে-ইয়াও-মিদ্দীন' গুণ। ইহাও তাঁহার প্রচ্ছন্ন অস্তিত্ব প্রকাশ করে। তিনি নেককার, পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার এবং দুষ্টদিগকে শাস্তি প্রদান করেন।

এই চারি গুণ তাঁহার আরশ ধারণ করিতেছে; অর্থাৎ, তাঁহার 'প্রচ্ছন্ন অস্তিত্বের' সন্ধান এই গুণ দ্বারা ইহ-জগতে পাওয়া যায় এবং এই 'মা'রফাত' বা তত্ত্বজ্ঞান পর-জগতে দ্বিগুণ হইয়া পড়িবে, যেন চারিজনের পরিবর্ত্তে ৮ জন ফেরেস্তা হইয়া পড়িবে।

(চশ্‌মায় মা'রফাত—২৬০-২৬৭ পৃঃ)

খেলাফত জুবিলী ফাণ্ড

আহমদীয়া জমাত সমূহের দায়িত্ব

খেলাফত জুবিলী ফাণ্ডের জন্য ন্যূনতম তিন লক্ষ টাকা চাওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে এক লক্ষ টাকা আহ্‌মদী জমাতের এমন বিশিষ্ট লোকগণ আদায় করিবেন যাঁহারা অন্ততঃ এক হাজার টাকা এই ফাণ্ডে চাঁদা আদায় করিতে পারেন এবং বাকী দুই লক্ষ টাকা সমগ্র আহ্‌মদী জমাত আদায় করিবে। এই টাকা ১৯৩৯ ইং সনের মার্চ্চ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করিতে হইবে। অতএব ইহা সংগ্রহ করার জন্য অসাধারণ প্রচেষ্টা আবশ্যক। সর্ব্ব প্রথম প্রতিশ্রুতি দাতাগণের এক লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া অতি সত্বর নাজের বয়তুল-মালের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার এক কপি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে পাঠাইতে হইবে। জমাতের স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে ওয়াদা গ্রহণ করিতে হইবে এবং কেহই যেন এই লিষ্ট হইতে বাদ না পড়ে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অতঃপর পূর্ণ চেষ্টা ও শৃঙ্খলার সহিত এই প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করিতে হইবে যেন আগামী ১৯৩৯ সনের মার্চ্চ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে এই টাকা শুকরানা স্বরূপ হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) খেদ্‌মতে পেশ করা যায়।

আশা করি বাঙ্গালার প্রত্যেক আহমদী জমাত ও বন্ধু এবিষয়ে তৎপর হইবেন এবং সত্বর আপন আপন প্রতিশ্রুতি অত্র আফিসে প্রেরণ করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ ; ঢাকা।

---

* খোদাতা'লা স্বর্গীয় ও ভূপৃষ্ঠস্থ সমস্ত দেহগুলি সৃষ্টি করিয়া আবার তাঁহার অস্তিত্ব পরাৎপর 'ওরা-ওল্‌-ওরা' মকামে গোপন করেন। ইহার নাম 'আরশ'। ইহা এমন গোপনাতীত গোপন ঐশী অবস্থা যে, খোদাতা'লার চারিগুণ, যাহা সুরাহ্‌-ফাতেহার প্রথম আয়েতগুলিতে বর্ণিত আছে, তাহা প্রকাশিত না হইলে, তাঁহার অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যাইত না; অর্থাৎ রবুবীয়ত', 'রহ্‌মানীয়ত', রহীমীয়ত', 'মালেকে-ইয়াওমুল্‌-জাজা' হওয়া। এই চারি গুণ রূপক ভাবে চারি ফেরেস্তা বলিয়া খোদাতা'লার কালামে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহারা তাঁহার 'আরশ' ধারণ (বহন বা উত্তোলন) করিতেছে, অর্থাৎ, খোদাতালা যে 'ওরা-ওল্‌-ওরা' পরাৎপর মকাম বা অবস্থায় আছেন তাহা প্রদর্শন করিতেছে; নতুবা খোদাত'লাকে চিনিবার কোন উপায় ছিল না।

খোদাতা'লার দর্শন লাভের উপায়—'একীন' প্রার্থনা ও ধৈর্য্য *

পাঁচ বেলা প্রার্থনার নিগূঢ় তত্ত্ব

(কিস্তিয়ে নূহ হইতে)

যদি খোদাতা'লা এবং তাঁহার 'জেজা সাজার' (পুরস্কার ও দণ্ডদানের) প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকিত তবে তোমাদের হস্ত, পদ, কর্ণ ও চক্ষু পাপ কর্ম্ম করিতে সাহস করিত না? পাপ 'একীনের' উপর জয়ী হইতে পারে না; কেননা, যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও তখন তোমরা কিছুতেই সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিতে পার না। 'একীনে'র প্রাচীর আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, শয়তান তাহা আরোহণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তিই পবিত্র হইয়াছে, তিনি 'একীনের' সাহায্যেই হইয়াছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করিবার ক্ষমতা দান করে, এমন কি এক বাদ্‌শাহ্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয়। 'একীন' খোদাতা'লার দর্শন লাভ করাইয়া দেয়। প্রত্যেক প্রকার প্রায়শ্চিত্ত মিথ্যা, এবং প্রত্যেক প্রকার 'ফিদ্‌ইয়া' (প্রতিদান, প্রতিকার) নিষ্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা 'একীন' দ্বারাই লাভ হয়। একমাত্র 'একীন'ই পাপ হইতে অব্যাহতি দিয়া খোদাতা'লার নিকট পৌঁছায় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় 'ফেরেস্তাপেক্ষা'ও অধিক অগ্রসর করিয়া দেয়।

যে ধর্ম্মে 'একীন' লাভের উপায় নাই তাহা মিথ্যা। যে ধর্ম্ম 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার দর্শন লাভ করাইয়া দিতে পারে না সেই ধর্ম্ম মিথ্যা। যে ধর্ম্মে পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু নাই তাহা মিথ্যা। খোদাতা'লা পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন এখনো তদ্রূপই আছেন; তাঁহার 'কুদরত' বা শক্তিনিচয় পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনো তেমন আছে; পূর্ব্বে যেরূপ তাঁহার নিদর্শন প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা ছিল এখনো তদ্রূপই আছে। অতএব তোমরা শুধু কেচ্ছা-কাহিনীতেই কেন সন্তুষ্ট থাক? সেই ধর্ম্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত যাহার 'মোজেজা' বা অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কেবল কেচ্ছাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সেই 'জমাত' বা সমাজ ধ্বংস-প্রাপ্ত যাহাতে খোদাতা'লা অবতীর্ণ হন নাই এবং যাহা 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার হস্তে পবিত্র হয় নাই।

মানব যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগের সামগ্রী দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মানব যখন 'একীনের' সাহায্যে আধ্যাত্মিক আস্বাদ লাভ করে তখন সে খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য তাহাকে এরূপ মুগ্ধ করে যে, অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট একেবারে তুচ্ছ ও পরিত্যাজ্য বোধ হয়। মানুষ তখনই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে যখন সে খোদাতা'লা এবং তাঁহার 'জব্‌রুত' (মহাশক্তি) ও 'জেজা-সাজা' (পুরস্কার ও শাস্তি দান) সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে। সর্ব্বপ্রকার নির্ভয়তার কারণ—অজ্ঞতা। যে ব্যক্তি কিছুমাত্র খোদাতা'লার 'একীনী মা'রেফাত' (নিশ্চিত জ্ঞান) লাভ করে সে কখনো 'বেবাক' বা নির্ভয় হইতে পারে না।

যদি কোন গৃহস্বামী বুঝিতে পারে যে, এক প্রবল বন্যা তাহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, কিম্বা তাহার গৃহের চতুর্দ্দিকে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছে এবং অল্প মাত্র স্থান বাকী আছে, তবে সে সেই গৃহে তিষ্ঠিতে পারে না। ইত্যাবস্থায় খোদাতা'লার বিধি-বিধানের 'একীন' বা স্থির নিশ্চিত জ্ঞানের দাবী করিয়া তোমরা কেমন করিয়া তোমাদের নিজেদের ভীষণ অবস্থায় পতিত আছ? সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া খোদাতা'লার সেই নিয়ম অবলোকন কর যাহা সমস্ত দুনিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। অধো-গমনোন্মোখ মূষিক সাজিও না, বরং উর্দ্ধগামী কবুতর হইতে চেষ্টা কর—যাহা নভোমণ্ডলে বিচরণ করা পছন্দ করে। তোমরা 'তওবা' করিয়া 'বয়েত' গ্রহণ করার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না এবং সর্প সদৃশ হইও না, যাহা চর্ম্ম পরিবর্ত্তন করার পরও সর্পই থাকিয়া যায়। মৃত্যুকে স্মরণ রাখিও, কারণ উহা তোমাদের নিকট আসা যাওয়া করিতেছে এবং তোমরা তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ। চেষ্টা কর, যেন পবিত্র হও; কারণ মানুষ পবিত্র অস্তিত্বকে তখনই লাভ করিতে পারে যখন স্বয়ং পবিত্র হয়; কিন্তু এই 'নেয়ামত' (মহা আশীষ) তোমরা কেমন করিয়া লাভ করিতে পার? স্বয়ং খোদাতা'লাই তাহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি কোরান শরীফে বলিতেছেন—

واستعينوا بالصبر والصلوٰة—অর্থাৎ, 'নামাজ পাঠ ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া খোদাতা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর।

---

* সুনিশ্চিত জ্ঞান

নামাজ কি জিনিষ? ইহা দোয়া, যাহা 'তস্‌বিহ্‌' (মহিমা কীর্ত্তন), 'তম্‌হীদ্‌' (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তক্‌দীস্‌' (পবিত্রতা কীর্ত্তন) এবং 'এস্তেগ্‌ফার' (নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরুদ' সহ (অর্থাৎ, খোদাতা'লার প্রেরিত পুরুষগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণের প্রতি আশীষ কামনা করিয়া) সবিনয়ে নিবেদন করা হয়। যখন তোমরা নামাজ পড় তখন অজ্ঞ লোকদের ন্যায় দোয়ায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থাকিও না; কেননা, তাহাদের নামাজ এবং তাহাদের 'এস্তেগ্‌ফার' সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ বা প্রথা মাত্র, তাহাতে কোন সার নাই; কিন্তু তোমরা নমাজ পড়িবার কালে খোদাতা'লার 'কালাম' কোরান এবং অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ব্যতীত যাহা রসুলুল্লাহ্‌র (সাঃ) 'কালাম', নিজের যাবতীয় সাধারণ দোয়ায় নিজ ভাষায়ই কাতর নিবেদন জানাও যেন সেই অনুনয় বিনয়ের কোন সুপ্রভাব তোমাদের হৃদয়ে পতিত হয়।

পাঁচবারের নামাজ কি জিনিষ?—ইহা তোমাদের বিভিন্ন অবস্থার ফটো। বিপদকালে তোমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিতে পাঁচটি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং তোমাদের প্রকৃতির পক্ষে তদ্রূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যকীয়।

(১) সর্ব্ব-প্রথম পরিবর্ত্তন তখন হয় যখন তোমাদিগকে কোনআসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবগত করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তোমাদের নামে যেন আদালত হইতে এক ওয়ারেণ্ট জারী হইল। তোমাদের শান্তি ও সুখে ব্যাঘাত ঘটাইবার ইহা প্রথম অবস্থা। বস্তুতঃ, এই অবস্থা অধোগতির অবস্থার সহিত তুলনীয়; কেননা ইহাতে তোমাদের সুখের অবস্থার পতন আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তোমাদের জন্য 'জুহরের নামাজ' নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে—যাহার সময় সূর্য্যের নিম্নগতি আরম্ভ হয়।

(২) দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন তোমাদের উপর তখন হয় যখন তোমরা বিপদের অতি সন্নিকট হও। তখন যেন ওয়ারেণ্ট দ্বারা গ্রেফ্‌তার হইয়া হাকেমের সমীপে উপস্থিত হইলে। এই অবস্থায় ভয়ে তোমাদের রক্ত শুষ্ক হইতে থাকে এবং শান্তির আলো তোমাদের নিকট হইতে অপসারিত হওয়ার উপক্রম হয়। এই অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ যখন সূর্য্যের আলো ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, এবং পরিষ্কার রূপে পরিলক্ষিত হয় যে, এখন সূর্য্যের অস্তমিত হইবার সময় সন্নিকট। আত্মিক অবনতির এইরূপ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'আসরের নামাজ' নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

(৩) তৃতীয় পরিবর্ত্তন তোমাদের উপর তখন আসে যখন ঈদৃশ বিপদ হইতে রক্ষা লাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়; অর্থাৎ, তখন যেন তোমাদের নামে চার্জ্জ-সিট লিখিত হয় এবং তোমাদের ধ্বংসের জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। এই অবস্থায় তোমাদের জ্ঞান লোপ পায় এবং তোমরা নিজদিগকে কয়েদী জ্ঞান করিতে থাক। সুতরাং এই অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ যখন সূর্য্য অস্তমিত এবং দিবালোকের সমস্ত আশার অবসান হয়। আত্মিক এইরূপ অবস্থার সহিত সংযোগ রাখিয়া 'মগরেবের নামাজ' নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

(৪) চতুর্থ পরিবর্ত্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন বিপদ তোমাদের উপর বস্তুতঃই পতিত হয় এবং ইহার ঘন অন্ধকার তোমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। যথা—চার্জ্জ-সিট প্রস্তুত ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর কারাদণ্ডের জন্য কোন পুলিসের নিকট সপর্দ্দ করা হয়। সুতরাং এই অবস্থা সেই সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখে যখন রাত্রি আরম্ভ হয় এবং গভীর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়। আত্মিক এইরূপ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'এশার' নামাজ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

(৫) অতঃপর যখন তোমরা এক দীর্ঘকাল এই বিপদের অন্ধকারে অতিবাহিত কর তখন অবশেষে পুনরায় তোমাদের প্রতি খোদাতা'লার 'রহম' (করুণা) উদ্বেলিত হইয়া তোমাদিগকে এই অন্ধকার হইতে মুক্তি দান করে, —দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যেমন অন্ধকারের পর অবশেষে পুনরায় প্রাতঃকাল দেখা দেয়। অতঃপর সেই আলোই দিবালোকের স্বীয় উজ্জ্বলতার সহিত প্রকাশিত হয়। অতএব আত্মিক এইরূপ অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া 'ফজরের নামাজ' নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

খোদাতা'লা তোমাদের প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তনের পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই তোমাদের জন্য পাঁচ সময়ের নামাজ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইহা হইতে তোমরা উপলব্ধি করিতে পার যে, এই সকল নামাজ কেবল তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য। সুতরাং যদি তোমরা এই সকল বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাও তবে এই পাঁচ সময়ের নামাজ পরিত্যাগ করিও না, কেননা, এগুলি তোমাদের আভ্যন্তরীন ও আত্মিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ। নামাজ ভাবী বিপদের প্রতিকার। তোমরা অবগত নহ যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি قضاء قدر (নিয়তি) আনয়ন করিবে। সুতরাং দিবসের প্রারম্ভের পূর্ব্বেই তোমরা তোমাদের مولیٰ প্রকৃত অভিভাবকের সমীপে সবিনয় নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশীষপূর্ণ দিবস আগমন করে। (ক্রমশঃ)

হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও তাঁহার অনুসরণকারীদিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য *

দুনিয়াতে মহা পরিবর্ত্তন সাধন ও স্বর্গ স্থাপন

চরিত্র, ব্যবহার, কার্য্য ও বাক্যে জগতের আদর্শ স্থানীয় হও

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) বলেন :—

আল্লাহ্ তা'লার বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদিগকে এরূপ এক যুগে সৃষ্টি করিয়াছেন যে যুগের জন্য কোটি কোটি লোক—যাহাদের হৃদয়ে হজরত রসুল করীমের (সাঃ) 'মহব্বত' এবং আল্লাহ্-তা'লার ভয় আমাদের চেয়ে কম ছিল না—আগ্রহ ও আকাঙ্খা পোষণ করতঃ এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ছোট ছোট আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকিলে মানুষের মধ্যে এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটে, তদবস্থায় বড় বড় আকাঙ্খা অপূর্ণ থাকিলে মানুষের যে কতটুকু দুঃখ হয় তাহা অনুমান করা সহজ নহে।

এই যুগ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল নবিগণই আশার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। হজরত নুহ্ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া তাঁহার জমানার লোকদিগকে মহা মহা নিদর্শন ও 'মোজেজা' প্রদর্শন করতঃ তাহাদিগকে ঐশী অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ-ভাবে দেখাইয়া তাহাদের ইমানকে সঞ্জীবীত করেন এবং তাহাদিগকে প্রেম শিক্ষা দেন। ফলে তাহাদের হৃদয় আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ হইল; তাহারা যেন সাধারণ লোকের জগৎ হইতে পৃথক এক জগতে পৌঁছিলেন —অগ্নি হইতে বহির্গত হইয়া এক শীতল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন,—কিম্বা এক জল ও উদ্ভিদবিহীন মরুভূমি হইতে বহির্গত হইয়া এক উদ্যানে উপবেশন করিলেন; কিন্তু যখন তাহারা আনন্দিত হইলেন এবং তাহাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার ভাব সৃষ্টি হইল এবং তাহারা বলিলেন—"আমরা কত সুখে আছি এবং খোদাতা'লা আমাদের দ্বারা কেমন উত্তম কার্য্য করাইলেন,—তখন, হজরত নুহ্ (আঃ) বলিলেন,—"এরূপ এক যুগ আসিবে যখন তোমাদের যুদ্ধ হইতে অধিকতর ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ ঘটিবে এবং তোমাদের প্রাপ্ত আশীষ হইতে অধিকতর আশীষসমূহ আল্লাহ্ তালার তরফ হইতে অবতীর্ণ হইবে।

এইরূপে হজরত নুহ্ (আঃ) তাঁহার কৌমের লোকদের অন্তরে "আখেরী জমানা" দেখিবার এক আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া যান।...তদ্রূপ হজরত ইব্রাহিম (আঃ), হজরত মুসা (আঃ) এবং হজরত ইসাও (আঃ) নিজ নিজ উম্মতের মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর আঁ-হজরতের (সাঃ) যুগ—অর্থাৎ, যে যুগের জন্য জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল—সেই যুগ আসিল এবং সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল যে মহা পুরুষ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছিলেন—

لو لاک لما خلقت الا فلاک —

—অর্থাৎ, "হে মোহাম্মদ (সাঃ), যদি তুমি না হইতে, তবে আমি জগৎই সৃষ্টি করিতাম না।" তখন মানবের উন্নতির পূর্ণতা এবং ঐশী অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠার সময় আসিল। তখন মানুষ আনন্দিত হইল এবং আনন্দে বিভোর হইয়া বলিল—"আমরা কত উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছি!' কিন্তু রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন,—**"শীঘ্রই এক "আখেরী জমানা" আসিবে; আমি বলিতে পারি না, আমার উম্মতের প্রথম ভাগ উত্তম, না শেষ ভাগ উত্তম"।** অর্থাৎ, যে শান্তির নিঃশ্বাস মানুষ গ্রহণ করিয়া থাকে সেই শান্তির নিশ্বাস গ্রহণ করার পরেই রসুল করীম (সাঃ) তাহাদের হৃদয়ে এক নব আশার সঞ্চার করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—'অবশ্য আমার জমানা সর্ব্বোত্তম; কিন্তু আরও কতিপয় লোক আমার আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবে, এবং আমি পুনর্ব্বার শেষ যুগে আবির্ভূত হইব—অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক ভাবে আমার আর এক আবির্ভাব হইবে। আমি বলতে পারি না, আমার উম্মতের প্রথম ভাগ উত্তম, না শেষ ভাগ উত্তম।'

হজরত রসুল করীমের (সাঃ) এই কথা শুনিয়া লোকের হৃদয়ে "আখেরে জমানা" দেখিবার আগ্রহ জন্মিল। মোট কথা, প্রত্যেক নবীই এই যুগের সংবাদ দিয়াছিলেন

* আমীরুল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল মসিহ্‌র (আইঃ) খোৎবার সার—বঙ্গানুবাদ—সঃ আঃ

এবং প্রত্যেক উম্মতই ইহার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু এই জমানা দেখিবার সৌভাগ্য কাহার লাভ হইল? আপনার এবং আমার মত দুর্ব্বল লোকেরই।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি দৃষ্টান্ত

একদা খাজা মজহর জান জানান বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার এক অতি প্রিয় শিষ্যও বসা ছিলেন—এই শিষ্যও একজন বড় 'আরেফ' (ঐশীজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ) ছিলেন; এমন সময় এক ব্যক্তি মলাইর লাড্ডু আনিয়া 'তোহফা' দিল। তিনি দুইটি লাড্ডু লইয়া সেই শিষ্যকে দিলেন। দুই চারি মিনিট পর শিষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"মিঞা, তোমার হাতে ত কিছুই দেখিতেছি না, আমি যে তোমাকে লাড্ডু দিয়াছিলাম"। শিষ্য উত্তর করিলেন,—"হুজুর, তাহা ত আমি তখন তখনই খাইয়া ফেলিয়াছি"। তিনি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উভয় লাড্ডুই খাইয়া ফেলিয়াছ?" শিষ্য উত্তর করিলেন,—"হুজুর, লাড্ডুও কি কোন জিনিষ! তাহা ত আমি এক গ্রাসেই খাইয়া ফেলিয়াছি"। তখন খাজা মজহর জান জানান সাহেব ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"মিঞা, তুমি লাড্ডুও খাইতে জান না"। ইহাতে শিষ্য একটু অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"হুজুর, আপনিই বলিয়া দিন, কেমন করিয়া লাড্ডু খাইতে হয়"। তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, আর কোন দিন লাড্ডু আসিলে, তোমাকে বলিব"।

কিয়দ্দিন পর পুনর্ব্বার এক ব্যক্তি 'তোহ্‌ফা' স্বরূপ মলাইর লাড্ডু নিয়া আসিল। সেই শিষ্যও নিকটেই বসা ছিলেন এবং অনুরোধ করিলেন—"হুজুর, অদ্য বলুন, লাড্ডু কেমন করিয়া খাইতে হয়"। তখন তিনি পকেট হইতে এক রুমাল বাহির করিয়া উহাতে একটি লাড্ডু রাখিলেন এবং শিষ্যের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি কি মনে কর যে, ইহা একটি সামান্য জিনিষ মাত্র? স্মরণ রাখিও। ইহা সামান্য জিনিষ নয়, বরং বহু বড় জিনিষ। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা প্রস্তুত করিতে কি কি জিনিষ লাগিয়াছে। কিছু ঘি লাগিয়াছে, কিছু মলাই লাগিয়াছে, কিছু চিনি লাগিয়াছে, কিছু ময়দা লাগিয়াছে। এই উপকরণগুলির কথা আর একটু চিন্তা কর। সবগুলি না হয়, কেবল ময়দার কথাই ভাব, কত পরিশ্রমের পর ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। কৃষক অর্দ্ধ রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া রুগ্ন স্ত্রী-পুত্রকে গৃহে একা ফেলিয়া সাপ বিচ্ছুর দংশনকে ভয় না করিয়া নগ্ন পদে মাঠে যাইয়া জমি চাষ করিয়াছে। কেন সে এত কষ্ট বরণ করিয়াছে? কেবল এই জন্যই করিয়াছে, যেন মজহর জান জানান একদিন লাড্ডু খাইয়া মুখ মিঠা করিতে পারে।" এই কথা বলিয়াই তিনি "সোব্‌হানাল্লাহ্" "সোব্‌হানাল্লাহ্" কহিতে কহিতে ভাবে আত্মহারা হইয়া গেলেন এবং দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া 'তস্‌বিহ্' ও 'তম্‌হীদ' (খোদাতালার মহিমা ও গৌরব ঘোষণা) করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বলিতে লাগিলেন,—"ছয় মাস যাবৎ কৃষক রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া ফসল উৎপন্ন করিয়াছে। তৎপর ব্যবসায়ী তাহা খরিদ করিয়া যাঁতায় চূর্ণ করিয়াছে। এইরূপে শত সহস্র লোক খাটিয়া ময়দা প্রস্তুত করিয়াছে। এখানেই ইহার পারম্ভ নয়; ইহারও পূর্ব্বে চাষের জন্য লৌহার আবশ্যক হইয়াছিল; এবং কর্ম্মকার দারুণ গ্রীষ্মকালে আগুনের নিকট বসিয়া এই লাঙ্গলের ফাল তৈয়ার করিয়াছিল; কিন্তু কর্ম্মকারও মাত্র ফালই তৈয়ার করিয়াছে, খনি হইতে লৌহ নির্গত করে নাই। দূর দেশে সহস্র সহস্র লোক নিজ প্রাণ বিপদাপন্ন করিয়া খনি হইতে লৌহ নির্গত করিয়াছে। অতঃপর শত শত খচ্চরের পিঠে করিয়া এই লৌহ আমাদের দেশে পৌঁছিয়াছে। এই সব কেন হইয়াছে? কেবল এইজন্য যেন মজহর জান জানান একটি লাড্ডু খাইতে পারে।" এইরূপে ঐশীপ্রেমে বিভোর হইয়া 'সোব্‌হানাল্লাহ্' সোব্‌হানাল্লাহ্' বলিতে বলিতে লাড্ডুর এক সামান্য অংশ ভাঙ্গিয়া মুখে দিলেন। এমন সময় 'মোয়াজ্জেন' (নামাজে অহ্বানকারী) আসিয়া জানাইল যে, 'আসরের' নামাজে বিলম্ব হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন এবং লাড্ডু সেখানেই পড়িয়া রহিল।

এই ঘটনা দ্বারা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, একজন তত্ত্বজ্ঞানশীল ব্যক্তি একটি সামান্য লাড্ডুরও কত 'কদর' করিয়া থাকেন। দুনিয়ার চক্ষে এই লাড্ডুর কোন 'কদর' নাই। আনায় দু'আনায় উৎকৃষ্ট লাড্ডু পাওয়া যায়। এক শিশুকে খুসী করিবার জন্য, যে শিশু দুনিয়ার কোন কাজে লাগে না, দুই আনা তিন আনার লাড্ডু খাওয়ান হয়। এক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, যাহার দুনিয়াতেও সম্মান নাই, ধর্ম্ম জগতেও সম্মান নাই, রসনা তৃপ্তির জন্য দশ বিশটি লাড্ডু ভক্ষণ করিয়া ফেলে। সুতরাং সামান্য সামান্য জিনিষের জন্য যে লাড্ডুকে কোরবান করা হয় উহার অস্তিত্বই বা কি? কিন্তু খাজা মজহর জান জানান ইহাকে অন্য চক্ষে দেখিয়াছেন; তিনি ইহাকে মুখ মিঠা করিবার লাড্ডু হিসাবে দেখেন নাই। তিনি ইহাকে এ ভাবে

দেখিয়াছেন যে, কত লোক নিজ প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া এই লাড্ডু তৈয়ার করিয়াছে, যেন আল্লাহতা'লার এক বান্দা লাড্ডু খাইতে পারে।

সহস্র বৎসর নয়, লক্ষ বৎসর নয়, কোটি বৎসর নয়, অর্ব্বুদ বৎসর নয়, বরং তদপেক্ষাও অধিককাল হইতে খোদাতা'লার অগণিত ফেরেস্তা দুনিয়ার সামান্য হইতে সামান্যতম দ্রব্য প্রস্তুতে নিয়োজিত আছে। খোদাতা'লার জবরদস্ত আইনসমূহ—যাহার ক্ষুদ্রতম কানুনের তুলনায়ও দুনিয়ার সমস্ত পার্লিয়ামেণ্টের আইন তুচ্ছ—মানবের সেবায় নিয়োজিত আছে। দুনিয়ার পার্লিয়ামেণ্টের একটি আইনও এরূপ নয় যাহা দুই বৎসর কাল একাবস্থায় চলিতে পারে; কিন্তু খোদাতা'লার একটি কানুনেও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বৎসরের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন আসে নাই। ...খোদাতা'লার তাপ-কেন্দ্র সূর্য্য অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বৎসর অতিবাহিত হইতেছে তথাপি একই ভাবে তাপ বিতরণ করিয়া আসিতেছে। ...তদ্রূপ বায়ু একই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ ভারতের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছে। তদ্রূপ অগ্নির দাহিকা শক্তি, জলের পিপাসা নিবারণের শক্তি চিরতরে একই ভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে।... তদ্রূপ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্র মানবের হেফাজতের জন্য প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত আছে। এই অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নক্ষত্র মধ্যে একটিও এরূপ নাই যাহার আলো মানব জীবনের কাজে আসে না; কোনটি মানবের নৈতিক চরিত্র, কোনটি তাহার স্বাস্থ্য এবং কোনটি তাহার খাদ্যের সহিত সম্পর্কিত।...এইরূপে প্রত্যেক নক্ষত্র নীরবে নিজ নিজ সেবাকার্য্যে রত।... এই মাহা আয়োজন খোদাতা'লা মানবের জন্যই করিয়াছেন—এবং এরূপ মানবের জন্যও, যে খোদাতা'লাকে গালি দেয়, তাঁহার নবীকে অস্বীকার করে, এবং তাঁহার বাণী ও নিদর্শন সমূহের প্রতি হাসি-টাট্টা করে।

অতএব এক নিকৃষ্ট মানবের সেবায়ও যদি এই সমস্ত বিশ্ব নিয়োজিত থাকে, তবে, সেই মহামানবের (হজরত মোহম্মদের) কথা আর কি বলিব—যাঁহার সম্বন্ধে খোদাতা'লা বলিয়াছেন—

لولاک لما خلقت الافلاک

—আর্থাৎ "তুমি যদি না হইতে তবে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতাম না"; এবং কি বলিব সেই মহাপুরুষের (হজরত মসিহ মাউদের) কথা যাঁহার সম্বন্ধে উপরোক্ত বাণী অনুযায়ী আবির্ভূত মহাপুরুষ (অর্থাৎ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাঃ) বলিয়াছেন—"আমি বলিতে পারি না, আমার উম্মতের প্রথম অবস্থা উত্তম, না শেষ অবস্থা উত্তম"।

মোবারক জামানা

মোট কথা, আমরা এই 'মোবারক' (শুভাশীষময়) যুগ লাভ করিয়াছি। আমাদের চিন্তা করিতে হইবে যে, মজ্‌হর জান জানান সাহেব একটি লাড্ডুর যতটুক 'কদর' করিয়াছিলেন, আমরা খোদাতা'লার মসিহ্‌র (আঃ) ততটুকু 'কদর'ও করিয়াছি কি না। হজরত মজহর জান জানান সাহেবের নিকট দিল্লীর এক লাড্ডু আসিয়াছিল। তিনি খোদাতা'লার একজন 'আরেফ' (ঐশীজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি) ছিলেন বলিয়া সেই লাড্ডু দেখিবা মাত্র আস্‌মান জমিন ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুকে ভুলিয়া তন্ময় হইয়া গেলেন, কারণ তিনি তাহাতে খোদাতা'লার মহিমা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত লাড্ডুটি খান নাই, সামান্য একটু টুক্‌রা মাত্র জিহ্বায় দিয়াছিলেন। উহাতেই তিনি খোদাতা'লার মহিমা দর্শন করিলেন। মানুষ এই পৃথিবীতে খোদাতা'লাকে দেখিতে পায় না, সূর্য্য এবং চন্দ্র মধ্যেও খোদাতা'লাকে দেখিতে পায় না, এই সারা বিশ্বেও তাহারা খোদাতা'লাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু মজহর জান জানান লাড্ডুর এক সামান্য টুকরাতেই খোদাতা'লাকে দর্শন করিলেন।

এখন চিন্তার বিষয় এই যে আমাদের জমাত কি হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (সাঃ) 'কদর' একটি লাড্ডুর টুক্‌রা বিশেষের সমানও করিয়া থাকেন? কয়জন একথা বুঝিতে পারে যে, **এক মহা পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন?** কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) এই জন্য আসেন নাই যে, লোক তাঁহার হস্তে হস্ত রাখিয়া 'বয়েত' করতঃই মনে করিবে যে তাহার কর্ত্তব্যের অবসান হইয়াছে। কেবল এই 'রস্‌মী' বিষয়ের (বাহ্যিক ক্রিয়া) জন্যই খোদাতালা'র এত বড় মহাপুরুষকে প্রেরণের আবশ্যক হয় নাই; বরং, খোদাতা'লা দুনিয়াতে এক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে চান—এরূপ মহা পরিবর্ত্তন যে, তদ্দর্শনে শত্রুও যেন একথা স্বীকার করে যে,—এই পরিবর্ত্তন আনয়নের জন্য যতই কোরবানী করা হয় তাঁহা অত্যল্প।

লোক বলিয়া থাকে—"হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাবে কি সর্ব্ব-জগৎ 'কাফের' হইয়া গেল?" কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত আমরা জগতে সেই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে না পারিব, যে পরিবর্ত্তন

সাধনের জন্য হজরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্তই লোক ঐ কথা বলিবে। **অদ্য যদি তোমরা সেই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পার, অদ্য যদি তোমরা দুনিয়াতে সেই জান্নাত' (স্বর্গ) সৃষ্টি করিতে পার, যাহা সৃষ্টি করা খোদাতা'লার ইচ্ছা এবং হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, তবে আমি তোমাদিগকে খোদাতা'লার 'কসম' করিয়া বলিতেছি, সেই লোকগণই—যাহারা আজ তোমরা দুনিয়াকে 'কাফের' মন কর বলিয়া তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে—তোমাদের চেয়ে আরো দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিবে—"যে মহান পরিবর্ত্তন সাধনের ফলে দুনিয়াতে 'বেহেস্ত' লাভ হইয়াছে, এরূপ পরিবর্ত্তন সাধনের পথে যে ব্যক্তি প্রতিবন্ধক হয়, সে নিশ্চয়ই 'কাফের' বরং 'আক্ফার'** (সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাফের)।

সুতরাং মানুষ যে অস্বীকার করে, আপত্তি উত্থাপন করে, উত্তেজিত হয়, এবং খারাপ মনে করে, তাহার শুধু এই কারণ যে, তাহারা এখনো সেই 'জান্নাত' দেখিতে পায় না যাহা সৃষ্টি করা হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) এবং এই জমাতের উদ্দেশ্য। তাহাদের সাম্নে কেবল কতগুলি দাবী, কতগুলি কথা, কতগুলি গপ্প উপস্থিত করা হয়। তাই তাহারা মনে করে যে, এরূপ বিষয়ের জন্য কাহাকেও 'কাফের' বলা বা 'জাহান্নামী' (নারকী) মনে করা সঙ্গত নয়। কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের সামনে এই মূল্যবান জিনিষ (স্বর্গ) উপস্থিত কর, তবে যাহারা এখন আপত্তি উত্থাপন করে তাহারাই বলিবে যে ব্যক্তি মসিহ মাওউদকে (প্রাঃ) অস্বীকার করে সে 'কাফের', বরং 'আক্ফার' এবং তাঁহাকে যে ব্যক্তি মানে না সে কেবল 'জাহান্নামীই' নয়, বরং জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবার যোগ্য'।

প্রকৃত প্রেমের একটি দৃষ্টান্ত

দুনিয়াতে এক ব্যক্তি হইয়া গিয়াছে যাহাকে লোক 'মজ্নু' বলে; অথচ তাহার নাম 'মজ্নু' ছিল না—তাহার নাম ছিল 'কায়েস'; কিন্তু সে প্রেমে পাগল হইয়া গিয়াছিল বলিয়া লোক তাহাকে 'মজনু' বলে। আরবী ভাষায় 'মজ্নু' শব্দের অর্থ পাগল।.....কিন্তু এই মজনুই তাহার আপন বিষয়ে কত হুসিয়ার ছিল! একদা 'মজ্নু' একটি কুকুরকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিল। পার্শ্ব দিয়া এক ব্যক্তি যাইতেছিল। সে তাহাকে এরূপ করিতে দেখিয়া বলিল,—"কায়েস্, তুমি এ কি পাগলামি করিতেছ?".....কায়েস এই আপত্তি শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিল—আমি কি করিতেছি?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল—"তুমি একটি কুকুরকে পিয়ার' করিতেছ"। তখন কায়েস বলিতে লাগিল—"কুকুর! ইহা তোমার নিকট কুকুর বোধ হইতেছ! কিন্তু আমার নিকট ত ইহা 'লায়লার কুকুর'।" কায়েস যেন অবাক হইল যে, সে ব্যক্তি সাধারণ কুকুর ও লায়লার কুকুরের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পারিল না। কুকুর অবশ্য অপবিত্র জিনিষ; কিন্তু কায়েসের নিকট লায়লার কুকুর সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ; উহা কিছুতেই অপবিত্র হইতে পারে না।

বস্তুতঃ যখন কোন ব্যক্তির প্রতি কাহারো প্রকৃত প্রেম জন্মে, তখন প্রেমাস্পদের প্রত্যেক জিনিষই তাহার নিকট প্রিয় বোধ হয়।

হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফাও (সাঃ) একজন মানুষই ছিলেন—এবং মক্কার অন্যান্য মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন—কিন্তু তাহার জন্য আমাদের অনুপরমানু 'ফেদা' (উৎসর্গ) কেন? কেন আমরা তাঁহার জন্য আমাদের প্রাণ কোরবান করা পরম সৌভাগ্য মনে করি? কেবল এই জন্য যে—অন্যান্য লোকের চক্ষে তিনি 'মানুষ' রূপে পরিদৃষ্ট, কিন্তু আমাদের চক্ষে **"আল্লাহ্র মানুষ"** বলিয়া পরিদৃষ্ট হন। তাঁহার মানুষ হওয়া ত আমরাও অস্বীকার করি না; তিনি নিজেই বলেন—انا بشر مثلكم—অর্থাৎ, "আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ"। কিন্তু ইহাতে অধিকন্তু বিষয় এই যে, তিনি আমাদের চক্ষে "আল্লাহ্র মানুষ" বলিয়া পরিদৃষ্ট হন। লোক আমাদের প্রতি আপত্তি করে যে, আমরা মানুষের পিছনে পড়িয়াছি; কিন্তু ইহা সত্য নয়; আমরা কি এম্নি পাগল যে, আমরা কোন মানুষের পিছনে পড়িব? আমরা ত আল্লাহ্র বান্দার পিছনে চলিয়াছি এবং আল্লাহ্তা'লা যেহেতু আমাদের প্রেমাস্পদ, সেই জন্য যে ব্যক্তিই আমাদের এই প্রেমাস্পদে বিলীন হইয়া গিয়াছেন তিনিই সাধারণ 'বান্দা' থাকেন নাই, তিনি "আল্লাহতা'লার বান্দা' হইয়া গিয়াছেন।

সাধারণ বান্দা ও খোদার বান্দার পার্থক্য
সাহেবাগণের প্রেমের দৃষ্টান্ত

একবার রসুল করীম (সাঃ) কাবশ শরীফের 'তাওয়াফ' করিতে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে কাফের সৈন্য আসিয়া বাধা দেয়। অতঃপর রসুল করীমের (সাঃ) নিকট কাফেরদের এক ডিপুটেশন আসে, তাহাদের সঙ্গে সন্ধির আলাপ আরম্ভ হয়। আলাপ করিতে করিতে নামাজের সময় উপস্থিত হইলে রসুল করীম (সাঃ) 'ওজু' আরম্ভ করেন। ওজু করিবার সময় তিনি কুলি নিক্ষেপ করেন। তখন আল্লাহ্‌তা'লার আরো কতিপয় বান্দা—যাহারা আপন গুণ ও শক্তি দ্বারা জগতের রক্ষক হওয়ার প্রমাণ দিয়াছেন,—(অর্থাৎ, সাহাবাগণ) উন্মাদের ন্যায় ধাবিত হইয়া ওজুর জলের এক বিন্দুকেও মাটিতে পড়িতে না দিয়া কেহ তাহা হাতে, কেহ মুখে, কেহ বুকে, কেহ পিঠে মাথিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া কাফেরগণ চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল—"দেখ, ইহারা কি পাগল! ইহারাই দাবী করে যে, জগতের পথ প্রদর্শনের ও সংস্কার সাধনের জন্য ইহাদিগকে উদ্ভূত করা হইয়াছে! অথচ এক ব্যক্তির 'থুথু'র জন্য প্রাণ দিতেছে! কে ইহাদিগকে সভ্য বলিবে?"

অবশ্য কাফেরদের চক্ষে ইহা 'থুথু'ই ছিল এবং ইহা যে 'থুথু' ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; তবে কাফেরদের চক্ষে ইহা **'মোহাম্মদের (সাঃ) থুথু'** ছিল এবং সাহাবাগণের (রাঃ) চক্ষে ইহা **'খোদাতা'লার বান্দার থুথু'** ছিল। কেহ বলিতে পারে যে, খোদাতা'লার বান্দার থুথুও ত থুথুই বটে; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণ মক্ষিকা ও মধুমক্ষিকার উদ্গার কি একই জিনিষ? তোমরা এক মক্ষিকার উদ্গার কাপড় হইতে ধুইয়া ফেল এবং অপর মক্ষিকার উদ্গার জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া খাও?.....এক মক্ষিকার উদ্গারে রোগ জন্মে অপর মক্ষিকার উদ্গারে রোগ আরোগ্য হয়। সাধারণ মক্ষিকা এবং মধু মক্ষিকাতেই যদি এত প্রভেদ, তবে সাধারণ বান্দা এবং খোদাতা'লার বান্দার মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? **সাধারণ মক্ষিকার থুথু** এবং **মধুমক্ষিকার থুথুতে** যেমন মহা প্রভেদ তদ্রূপ সাধারণ বান্দা এবং খোদাতা'লার বান্দার মধ্যেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মোট কথা, হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) কাফেরদের চক্ষে একজন মানুষ ছিলেন যেমন দুনিয়াতে আরো কোটি কোটি মানুষ আছে, কিন্তু সাহাবাগণের চক্ষে তিনি 'খোদাতা'লার বান্দা' ছিলেন।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) মর্য্যাদা
তাঁহার অনুসরণকারীদিগের দায়িত্ব

হজরত মসিহ মাওদও (আঃ) দুনিয়ার চক্ষে এক জন মানুষ, এবং কাফেরগণ আমাদের প্রতি এই আপত্তি করে যে, আমরা মানুষের পিছনে চলিয়াছি; আমাদের মধ্যেও কতিপয় লোক হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে বলিয়া থাকে যে, এক জন খোদার বান্দা আসিয়াছিলেন এবং চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লোহ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া লোহ থাকে না, অগ্নির রূপ ধারণ করে এবং দ্রব্য হিসাবে লোহ থাকিলেও গুণ হিসাবে অগ্নিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ খোদাতা'লার বান্দাও জাতি হিসাবে মানুষ থাকিলেও কার্য্যের দিক দিয়া খোদাতা'লার শক্তি প্রদর্শন করেন। তপ্ত লোহ এবং জ্বলন্ত অঙ্গারে যেমন কোন প্রভেদ থাকে না, তদ্রূপ চিরতরে-ঐশী-প্রেমাগ্নিতে-দগ্ধ মানবও 'জিল্লি' ভাবে (প্রতিচ্ছায়ারূপে) ঐশী গুণে গুণান্বিত হন।

মোট কথা, আমাদের প্রতি **খোদাতা'লার বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁহার মসিহকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন** এবং আমাদিগকে তাঁহাকে চিনিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। **সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা খোদাতা'লার এই 'নেয়ামতের' 'কদর' করি।**

আমি বাহিরের জমাতসমূহ এবং বিশেষ করিয়া কাদিয়ানের জমাতকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, **তোমরা নিজেদের ব্যবহার, কার্য্য, বাক্য, যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়াবিবাদ, সন্ধি ও আত্মপক্ষ সমর্থন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে সর্ব্বদা একথার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে যে, তোমরা 'খোদাতালার এক বান্দার হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ।** লোহ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া লোহ থাকে না অগ্নিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ তোমরাও আজ খোদাতা'লার এক বান্দার হস্তে হস্ত রাখিয়া অন্য কিছু হইয়া গিয়াছ। তোমাদেরও নিজেদের মর্য্যাদা উপলব্ধি করা উচিত। তোমরা কথাবার্ত্তা বলিবার সময় একথা মনে করা উচিত নয় যে, আবদুল্লাহ, আবদুর রহীম, বা আবদুর রাহমান কথা

বলিতেছে। বরং তোমাদের মনে করা উচিত যে, আবদুল্লাহ, আবদুর রহীম, বা আবদুর রাহমান মরিয়া গিয়াছে; এবং এখন খোদাতা'লার হস্তে হস্ত-স্থাপনকারী এক ব্যক্তি কথা বলিতেছে। **সুতরাং তোমাদের কার্য্য, তোমাদের ব্যবহার, তোমাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত জগৎ হইতে পৃথক হওয়া উচিত।** এবং প্রত্যেক পদে পদে তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, এখন খোদাতা'লার বান্দার কি করা উচিত; এ কথা ভাবিও না যে, আমাদের কি করা উচিত। যখন তোমরা 'বয়েত' (দীক্ষা) গ্রহণ করিয়াছ তখন তোমরা নিজের জন্য মৃত্যু বরণ করিয়াছ, অতএব **ইহা উপলব্ধি করা উচিত যে, এখন তোমরা পূর্ব্বের মত মানুষ নও, বরং মসিহ মাওউদ (আঃ) হইয়া গিয়াছ।** কথা বলিবার সময় তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে শরীয়ত কি 'আদব' শিক্ষা দিয়াছে; আদান-প্রদানের সময় তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, আদান-প্রদান সম্বন্ধে শরীয়তের শিক্ষা কি; শাদি-বিবাহের সময় তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, ইসলাম এ সম্বন্ধে কি শিক্ষা দিয়াছে।

মোটকথা, প্রত্যেক কর্ম্ম ও কর্ম্মবিরতি কালে তোমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, তোমরা এমন কোন কাজ করিতেছ কি না যাহা 'তাকুয়া' বা ধর্ম্মনিষ্ঠার বিরোধী; কারণ, তোমরা এখন পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা নহ। **তোমাদের সম্মানে হজরত হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) সম্মান, হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) সম্মানে খোদাতা'লার সম্মান।** সুতরাং তোমাদের বাক্যে, তোমাদের কর্ম্মে, তোমাদের ব্যবহারে, তোমাদের কার্য্য-পদ্ধতিতে, তোমাদের শয়নে, তোমাদের জাগরণে, তোমাদের পানাহারে, মোটকথা, প্রত্যেক কর্ম্ম ও কর্ম্মবিরতি কালে অন্যান্য হইতে তোমাদের বৈশিষ্ট থাকা উচিত।

এরূপ করিতে পারিলে দেখিবে যে, **জগৎ তোমাদের জন্য "জান্নাতে' পরিণত হইয়াছে।** বস্তুতঃ দুনিয়া কতগুলি নিয়মের অধীনই 'জান্নাতে' পরিণত হইতে পারে। যদি এমনি 'জান্নাতে' পরিণত হইতে পারিত তবে আল্লাহ্‌তা'লার শরীয়ত ও নবী প্রেরণ করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। অতএব যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের বাক্যে, আমাদের ব্যবহারে এবং আমাদের কার্য্যপদ্ধতিতে এক মহা পরিবর্ত্তন সাধন না করিব, সেই পর্য্যন্ত আমরা 'জান্নাত' সৃষ্টির কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইয়া আছি; অন্য কথায় আমরা যেন 'জান্নাত' সৃষ্টি করিতে অনিচ্ছুক। অথচ, আল্লাহ্‌তালা হজরত মসিহ্‌মাওউদের (আঃ) যুগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন— وازلفت الجنة —অর্থাৎ, "খোদাতা'লা তৎকালে 'জান্নাত' মানুষের নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবেন।" কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের মধ্যেই কতিপয় লোক তাহা দূরবর্ত্তী করিয়া দিতেছে। কারণ, তাহাদের ক্রিয়া এবং নিষ্ক্রিয়া হজরত মসিহ্‌ মাওউদের (আঃ) শিক্ষা অনুযায়ী নহে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের বাক্যে ও কার্য্যে পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারি তবে আমাদের জন্য **খোদাতা'লার এই প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে যে, তিনি আমাদের জন্য 'জান্নাত' নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবেন।** আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা দুনিয়ার দিকে, ঝুকিয়া আছি, আর খোদাতালা আমাদের জন্য 'জান্নাত' নিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ...**'জান্নাত' লাভে বিলম্ব মাত্র এইটুক যে, আমরা দুনিয়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া খোদাতা'লার দিকে মুখ করি।** কারণ তিনি বলিয়াছেন, وازلفت الجنة —"জান্নাত তোমাদের নিকটবর্ত্তী করা হইয়াছে; কেবল হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহা গ্রহণ করিবার বিলম্ব।"

বালক বালিকাগণের প্রতি

সুতরাং আমি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই—**বিশেষ করিয়া বালক-বালিকাদিগকে সম্বোধন করিতেছি।** কারণ, বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের যে কু-অভ্যাস গঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহা দূরীভূত হওয়া বড়ই কঠিন; কিন্তু **বালক-বালিকাগণ যদি শৈশব হইতেই ভাল বিষয় শিখিয়া তাহা অভ্যাসে পরিণত করিয়া ফেলে, তাহাদের সমস্ত জীবন সংশোধিত হইয়া তাহারা সুখ ও আরামে জীবন যাপন করিতে পারিবে।**

স্মরণ রাখিও, **ইমানের শক্তি** ছাড়া দুনিয়াতে **অভ্যাসের** শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। অবশ্য বয়স্ক লোকগণ ইমানের বলে বলীয়ান হইয়া আত্মসংশোধন করিতে পারে; কিন্তু বয়স্ক লোকদের মধ্যে যাহাদের কোন কু-অভ্যাস গঠিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের এই অসুবিধা হয় যে, তাহাদের ইমানের বল তাহাদিগকে এক দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে এবং তাহাদের অভ্যাসের বল তাহাদিগকে অপরদিকে টানিতে থাকে। কিন্তু

হে বালকবালিকাগণ! তোমরা যদি অদ্য তোমাদের অভ্যাস সংশোধন করিয়া লও, তবে তোমাদের অভ্যাসও তোমাদিগকে সৎপথে চালিত করিবে এবং তোমাদের ইমানও তোমাদিগকে সরল পথে আনিবে। এইরূপে তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে পথ এক দিনে অতিক্রম করিয়াছে, তোমরা তাহা এক মিনিটে অতিক্রম করিবে।.....

অতএব আমি তোমাদিগকেও সম্বোধন করিতেছি এবং **স্ত্রীলোকদিগকেও বলিতেছি যে, তোমরা নিজদের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন কর এবং কোরবাণীতে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগীতা কর। ইসলাম তোমাদিগকে দুনিয়া লাভ করিতে বাধা দেয় না।** সাহাবাগণ (রাঃ) বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন; স্বয়ং রসুল করীমও (সাঃ) 'তেজারত' করিতেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) এবং হজরত ওমরও (রাঃ) 'তেজারত' করিয়াছেন! এতদ্ব্যতীত সাহাবাগণ কৃষিকার্য্যও করিতেন এবং রসুল করীমও (সাঃ) কোন কোন ভূমিতে কৃষি করাইতেন এবং তাহার ফসল দ্বারা পরিবারকে সারা বৎসরের প্রয়োজনাদি সরবরাহ করিয়া দিতেন। সাহাবাগণ বড় বড় কৃষি ও বাণিজ্য করিয়াছেন এবং বহু অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন।

সুতরাং তোমাদিগকেও সংসার অর্জ্জন করিতে কেহ নিষেধ করে না; তবে এই সমস্ত বিষয় যেন তোমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া না রাখে। যখনই তোমাদের কর্ণে খোদাতা'লার 'আওয়াজ' পৌঁছে তখনই সমস্ত কৃষি ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহতা'লার আহ্বানে সাড়া দিবে। যদি তোমরা এরূপ করিতে পার তবে তোমরা 'দুনিয়াদার' নও, 'দ্বিন্‌দার' বলিয়া অভিহিত হইবে।

সুতরাং তোমরা **খোদাতা'লার 'মহব্বত' হৃদয়ে সৃষ্টি কর; সেলসেলার কার্য্যকে নিজ কার্য্য হইতে অগ্রগণ্য মনে কর; সেলসেলার প্রচার কার্য্যকে নিজ স্ত্রী-পুত্রের সহিত বাক্যালাপ করার চেয়ে অগ্রগণ্য মনে কর; সেলসেলার আর্থিক প্রয়োজনকে নিজ আর্থিক প্রয়োজন অপেক্ষা অগ্রগণ্য জ্ঞান কর এবং নিজের মধ্যে এই অভ্যাস গড়িয়া তোল যেন যখনই খোদাতা'লার 'আওয়াজ' তোমাদের কর্ণে পৌঁছে তখনই সেই স্থানেই তোমাদের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে এবং তোমাদের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও বিদ্রোহ-ভাব সৃষ্টি না হয়।** ইহাই প্রকৃত ইমান। এইরূপ ইমানই মানুষের হৃদয় হইতে সমস্ত অপবিত্রতা দূরীভূত করিয়া তাহাকে **কৌমের সিপাহী করে।**

* * * * *

'এখলাস (আন্তরিকতা) এরূপ জিনিষ যে, ইহা অনায়াসেই ধরা যায়। যাহার 'এখলাস্' থাকে তাহার নিকট তাহার প্রেমাস্পদের প্রত্যেক জিনিষই প্রিয় বোধ হয়। যাহার হৃদয়ে 'এখ্‌লাস', নাই, সে 'মহব্বতের, দাবী করিলেও তাহার মধ্যে 'মহব্বতের' লক্ষণাদি দৃষ্ট হইবে না।

অতএব আমি জমাতের বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, আপনারা নিজেদের মধ্যে 'এখলাস' সৃষ্টি করুন। এবং দিবা-রাত্র সেলসেলার জন্য কোরবাণী করিয়া সেই সকল লোকদের শ্রেণীভুক্ত হওন, যাঁহারা আল্লাহতা'লার 'রেজা' (প্রীতি) লাভ করিয়াছেন।

আপনাদের সম্মুখে তাহরীক জদীদের যাবতীয় 'মোতালেবা' বিদ্যমান। এই সমস্ত 'মোতালেবাই আপনাদের পালন করা উচিত —তাহা সরল জীবন সংক্রান্তই হউক, বা ভোজনে এক তরকারী ব্যবহার সক্রান্তই হউক, বা প্রচার সংক্রান্তই হওক, বা জীবন উৎসর্গ করা সংক্রান্তই হউক, বা স্বহস্তে কার্য্য করা সংক্রান্তই হউক, বা পরস্পরের সহিত শান্তি ও সৌহার্দ্দ সহকারে বাস করা সম্বন্ধেই হউক, বা আর্থিক কোরবানী সংক্রান্তই হউক—ইহাদের প্রত্যেক 'মোতালেবাই' পালন করুন।.....মোট কথা, প্রত্যেক দিক দিয়াই তাহরীক জদীদের মোতালেবা-সমূহ পালন করুন এবং নিজেদের ছোট বড়, যুবক-বৃদ্ধ, সকলের মধ্যেই এরূপ 'নেকী' ও 'তাক্‌ওয়া' (সাধুতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা) সৃষ্টি করুন যাহা দর্শন করিয়া জগৎবাসী বলিতে পারে যে, আপনাদের মধ্যে তাহারা "খোদায়ী জেল্‌ওয়া" (ঐশী জ্যোতিঃ) দর্শন করিতেছে।

বিবিধ সংবাদ

দেশীয় সংবাদ

কাদীয়ান শরীফ—বর্ত্তমান মাসের ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই তারীখে খোদাতা'লার ফজলে কাদীয়ান শরীফে বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া পরামর্শ সভার অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় জগতের বিভিন্ন আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমন হইতে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া সেল্‌সেলার উন্নতি এবং ইসলাম বা আহ্‌মদীয়তের দ্রুত প্রচার ও প্রসার সক্রান্ত গুরু বিষয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হইতে আমাদের মাননীয় প্রাদেশিক আমীর খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খান্ চৌধুরী, এম-এ, বি-টি মহোদয় উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছেন। খোদাতা'লা এই সভার যাবতীয় কার্য্যাবলী ও সিদ্ধান্তকে 'বা-বরকত' (আশীষ-যুক্ত) করুন এবং সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে ইহার সিদ্ধান্তগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার তৌফিক প্রদান করুন—আমীন।

প্রাদেশিক আমীর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার আমীর খান্ বাহাদুর মৌলবী আবুল হাশেম খান্ চৌধুরী মহোদয় বর্ত্তমানে কাদীয়ান শরীফে আছেন। তিনি ইন্‌শা-আল্লাহ্ আগামী 'মে' মাসে বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

জেনারেল সেক্রেটারী—বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী বি-এ মহোদয় বর্ত্তমান মাসে কলিকাতা, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে টুর করিয়া ২৬শে এপ্রিল ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার এই টুরকে 'মোবারক' করুন—আমীন।

মোবাল্লেগীন—সদর আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বর্ত্তমানে ছুটিতে কাদীয়ান শরীফ আছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ মৌলবী আজীজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবও বর্ত্তমানে ছুটিতে ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ায় আছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়ার অন্যতম মোবাল্লেগ মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে প্রচার-কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। ইদানিং তিনি ভরতপুর নিবাসী মৌলবী হাফিজুল্লাহ্ সাহেব সহ নদীয়া জিলার কতিপয় অঞ্চলে টুর করিয়া তবলীগ করিয়াছেন। খোদাতা'লা তাঁহাদের এই কার্য্যের উত্তম ফল উৎপাদন করুন—আমীন!

দারুৎ-তবলীগ—ঢাকা দারুৎ-তবলীগে খোদাতা'লার ফজলে কোরান শরীফ, হাদীস্ শরীফ ও হজরত মসিহ্ মাওউদের (আঃ) গ্রন্থের 'দরস' এবং সাপ্তাহিক মিটিং অনুষ্ঠিত হইতেছে। আল্লাহ্‌তালা এই অনুষ্ঠানসমূহকে 'বা-বরকত ও 'কামইয়াব' করুন—আমীন।

প্রাপ্তি সংবাদ—ইদানিং নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে পাক্ষিক আহমদীর বাৎসরিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। জাজাহুমুল্লাহ আহ্‌সানুল্ জাজা।

মৌলবী মীর সিদ্দীক আলী সাহেব।

নিম্নলিখিত বন্ধুগণ হইতে আংশিক চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। আশা করি তাঁহারা তাঁহাদের অবশিষ্ট চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া দিবেন।

মুন্সি আবদুল গণি সাহেব, মুন্সি আবদুল জলীল সাহেব, মুন্সি আবদুল হেকীম বেপারী সাহেব, মুন্সি আবদুস্ সোবহান সাহেব, মুন্সি মুসলিমুদ্দীন সাহেব, মুন্সি তারা মিঞা সাহেব, মুন্সি কফিলউদ্দীন সাহেব, মুন্সি রহীমউদ্দীন সাহেব, মুন্সি জয়নাল হুসেন খান সাহেব।

ভ্রান্তি সংশোধন—বিগত ১৫ই এপ্রিল সংখ্যা 'আহ্‌মদীর' ১৬৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের তৃতীয় ছত্রে "উর্দ্ধতম শক্তির" স্থলে "উর্দ্ধতম গতি" লিখা আছে এবং বিগত ৩১শে মার্চ্চ সংখ্যা 'আহমদীর' ১৩৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামের শেষ ছত্রে "প্রতিপাদিত" স্থলে "প্রতিপালিত" লিখা আছে এবং ঐ ১৯ ছত্রে "পবিত্রতা জ্ঞাপক" স্থলে "পবিত্রা জ্ঞাপক" লিখা আছে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ পত্রিকায় উক্ত ভ্রান্তিগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ইদানিং দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন জমাত হইতে চাঁদার সঙ্গে সঙ্গে মাসকাবারী রিপোর্ট আসে না, বা আসিতে বিলম্ব হয়। ইহাতে চাঁদা জমা দেওয়ার বড়ই অসুবিধা হয়। অতএব স্থানীয় জমাত সমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী মহোদয়গণের খেদমতে নিবেদন এই যে, চাঁদা প্রেরণের একদিন পূর্ব্বেই মাসকাবারী রিপোর্ট বা চাঁদার জায় পাঠাইয়া দিবেন। **তাহরীক জদীদ ও জাকাতের চাঁদার সঙ্গে চাঁদা-দাতাগণের নামও লিখিয়া দিবেন**; কারণ, এই দুই প্রকারের চাঁদা-দাতাগণের নাম হজরত খলিফাতুল-মসিহর (আইঃ) খেদমতে প্রেরণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত **তাহরীক জদীদের চাঁদা প্রেরণকালে তাহা কোন্ বৎসরের অর্থাৎ, তৃতীয় বৎসরের, না চতুর্থ বৎসরের, তাহাও স্পষ্ট উল্লেখ করিবেন।** কারণ ইহাও তাহরীক জদীদ অফিসে জানাইতে হয়। আশা করি সকল ভ্রাতাগণ এখন হইতে এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ ত্রুটী হইতে দিবেন না। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সহায় হউন।

খাকসার
জেনারেল সেক্রেটারী,
বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল্ মসিহর (আইঃ) আদেশ

বিনা অনুমতিতে সদর আঞ্জোমনের চাঁদার টাকা আটকাইয়া রাখিবার কোন জমাতের অধিকার নাই

"কোন অবস্থায়ই বিনা অনুমতিতে কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনের চাঁদা খরচ করা কোন জামাতের পক্ষে 'জায়েজ' নহে। খরচ করিয়া পরে অনুমতি লওয়া শুধু নিয়ম-বিরুদ্ধই নহে, বরং জ্ঞানবিরুদ্ধও বটে ; কেননা, ইহাতে 'নেজাম' বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। যদি কোন জমাতকে এরূপ অনুমতি দেওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই এই ব্যাধি অন্যান্য জামাতেও ছড়াইয়া পড়িবে এবং কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনের কার্য্যে ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটিবে।

সুতরাং সংবাদ-পত্র দ্বারা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে, অনুমতি প্রাপ্তির আশা করিলেও কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনের ফাণ্ড হইতে কোন জমাতের খরচ করিবার অধিকার নাই। যদি কোন আঞ্জোমন ভবিষ্যতে এরূপ করে তবে সেই আঞ্জোমনের 'ওহদা-দার' বা কর্ম্মচারীদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে, এবং দোষ সংশোধন না করা পর্য্যন্ত সেই আঞ্জোমনকে মঞ্জুর করা হইবে না।"

শৈথিল্য পরিহার কর ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে তৎপর হও

"আমি জমাতের 'আফ্রাদ' বা ব্যক্তিদিগকেও নসিহত করিতেছি যে, যথায় প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী কার্য্যে শিথিল তথায় জমাতের অন্যান্য ব্যক্তিগণের উচিত যে, তাহারা এই কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করে। খোদাতা'লার কাজ প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারীর সহিত সংবদ্ধ নহে, এবং আল্লাহ্ তা'লা কেয়ামতের দিন কোন জমাতকে একথা জিজ্ঞাসা করিবেন না যে,—'তোমাদের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী কেমন ছিল', বরং তিনি ব্যক্তি-বিশেষকে জিজ্ঞাসা করিবেন—'তুমি কেমন ছিলে' ? যদি কোন স্থানের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী শিথিল হয় এবং তাহার শৈথিল্যের কারণে জমাতের লোকগণ তাহ্রিকে যোগদান না করে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাহাদিগকে (জামাতের লোকদিগকে) মাফ্ করিবেন না, বরং বলিবেন,—তোমাদের প্রত্যেকেই প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী ছিলে, এবং তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল যে, কোন প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী শিথিল হইয়া পড়িলে তাহার স্থলে তোমরা নিজেরাই কাজ কর।"

আশা করি হজরত আমীরুল-মোমেনীনের এই আদেশের পর প্রত্যেক জমাতের আমীর, প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারিগণ এবং অন্যান্য ভ্রাতাগণ চাঁদা আদায় ও চাঁদা প্রেরণ বিষয়ে শৈথিল্য পরিহার করিয়া প্রত্যেক মাসের আদায়কৃত চাঁদার টাকা তৎপরবর্ত্তী মাসের ১০ তারিখের ভিতরে প্রাদেশিক আঞ্জোমনে প্রেরণ করিতে তৎপর হইবেন এবং কিছুতেই অন্যথা করিবেন না।

জেনারেল সেক্রেটারী,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া